www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৪

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

এ সপ্তাহের মুখ

দত্তপুকুর ও নোদাখালি থানার আইসি

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১১ পৌষ – ১৭ পৌষ, ১৪২১ ঃ ২৭ ডিসেম্বর – ২ জানুয়ারি, ২০১৫, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.10, 27 December - 2 January, 2015 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানায় অভিযোগ

দায়েরের মাধ্যমে এফআইআর সংগঠিত করার আবেদন করেন আইনজীবী বিপ্লব চৌধুরী। তাঁর অভিযোগের কেন্দ্রে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান। উল্লেখ ২০১৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যানিং থানার নলিয়াখালি এলাকায় রাতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন রুহুল কুদ্দুস (৪৫)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা শতাধিক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বেশ কিছু পুলিশ কর্মী জখম হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আইনজীবী বিপ্লব চৌধুরী এদিন ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। বিপ্লব চৌধুরী বলেন, ২০১৩ সালে ক্যানিং অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর অভিযোগ উঠেছিল আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে। সেই মর্মে উচ্চ–আদালতে একটি মামলা দায়ের হয়। সেই কারণে উচ্চ আদালতের নির্দেশে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা তদন্তের জন্য। তিনি আরও বলেন এনআইএ এবং সিবিআই তদন্তে নেমেছে জঙ্গি কার্য্যকলাপ ও চিটফান্ড কান্ডে। তাই এই অঞ্চলে দাঙ্গার পিছনে সারদার টাকা ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং সারদার টাকা এখানে কিভাবে ও কত টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পাওয়ার জন্য আজ ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে এফআইআর সংগঠিত করার আবেদন করা হল।

শুভেচ্ছা

'আলিপুর বার্তা'র সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সাংবাদিক বন্ধু, বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরাজি শুভ নববর্ষ।

''সুবে বাংলা'' ও ''মুঘলস্থানের'' অলীক স্বপ্ন দেখছে মৌলবাদী জেহাদি ইসলামিক সংগঠন

কুনাল মালিক

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ডের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তৎপর হতেই একে একে এদেশে এবং বাংলাদেশকে সক্রিয় ইসলামি জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর নানা কার্যকলাপ প্রকাশ্যে আসছে। এনআইএ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরও রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় জোর নজরদারি শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশের জামাতপন্থী মৌলবাদীরা একদা সিরাজদৌল্লার ''সুবে বাংলা''–র স্বপ্ন দেখিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে বিপথে চালিত করতে চাইছে। তাদের মূল লক্ষ্য হল অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে, মুসলিম জন্মহার বাড়িয়ে বাংলা, বিহার, ওড়িশায় খুব তাড়াতাড়ি হিন্দু জনসংখ্যার চেয়ে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া। সীমান্তবর্তী এলাকার অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার নামে জেহাদি শিক্ষা দেওয়া। সেই সঙ্গে অস্ত্র, বোমা ও জাল নোটের ব্যাপক প্রচলন করে এই রাজ্যগুলোকে অস্থির করে তোলা।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ঘটা করে ইসলামি সংগঠনরা ২৩ জুন পলাশী দিবস পালন করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর কাছে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা–বিহার–ওড়িশা নিয়ে গঠিত 'সুবে বাংলার' সম্রাট। বাংলাদেশের ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলো সেই সুবে বাংলা গঠনের লক্ষ নিয়েই পলাশী দিবস পালন করে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুপ্রবেশ নিয়ে আরও সতর্কতা প্রয়োজন। ২০০৫ সালের ৯ জানুয়ারি মুম্বইতে আইবি–র প্রাক্তন ডিরেক্টর ভিজি বৈদ্য ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোরামের এক সভায় বলেন, উত্তর পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে যেভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলে আরও একটি মুসলিম রাষ্ট্র তৈরি হলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। একদল বাংলাদেশি এদেশে ঢোকে তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ চালানোর জন্য। ভারতের অভ্যন্তরে জিহাদ চালিয়ে আরও একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করাই তাদের উদ্দেশ্য। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে কাশ্মীর, দিল্লি, পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের অর্ধেকটা নিয়ে জিহাদি গোষ্ঠীরা নাকি তাদের স্বপ্নের ''মুঘলস্থান'' গড়ার স্বপ্ন দেখছে। যদিও এটা একটা অলীক কল্পনা। কিন্তু ইসলামি জেহাদি সংগঠনের লোকজনরা এতটাই ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন, তাই সবটা উড়িয়েও দেওয়া যায় না। উত্তরপূর্ব ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েকবছর যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তার সঙ্গে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সুলতান এবং মুঘল আমলে এদেশের ওপর বহুবার অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে হানাদাররা। তার ঘা এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে। ফের সেই নাশকতার নবরূপ দিতে চলেছে উন্মাদ জঙ্গিরা।

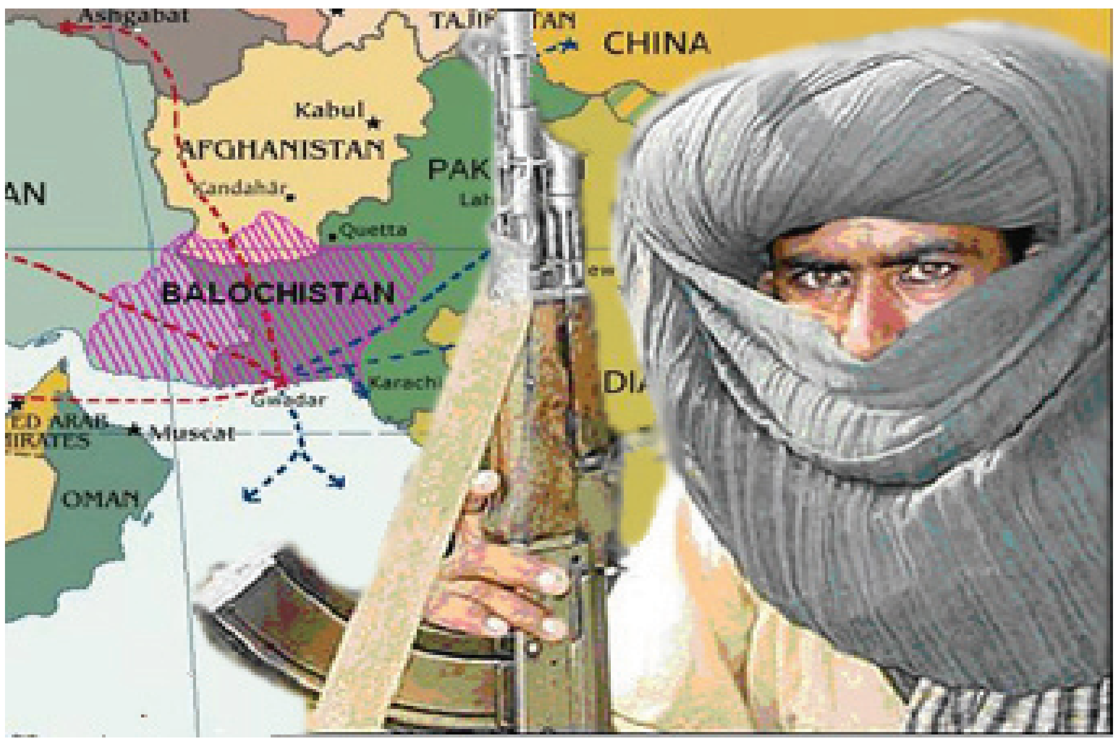

দিদির সঙ্গী, তৃণমূল নেতা, রাজ্যের মন্ত্রী মদন মিত্র

প্রথম হলেও বাল্মীকি হতে পারলেন না

ওঁকার মিত্র

আমরা এতদিন জানতাম পাপের

ভাগ অতি নিকটজনও নেয় না। রামায়নই আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে। রত্নাকর দস্যুর কথা মনে আছে তো? দস্যুবৃত্তির আয়ে লালনপালন করা স্ত্রী–পুত্ররাও নেয় নি। পত্রপাঠ তারা বলে দিয়েছিল প্রতিপালন স্বামী বা পিতার দায়িত্ব। তার সঙ্গে পাপের ভাগ নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। জীবনের এই কঠিন সত্যকে উপলব্ধি করে রত্নাকর দীর্ঘ তপস্যায় হয়ে উঠলেন বাল্মীকি মুনী, রামায়নের রচয়িতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনপ্রিয় মন্ত্রী মদন মিত্রের। তিনি সে সুযোগ পেলেন না। ঘুরিয়ে বলা যায় সে সুযোগ তাকে দিলেন না তাঁর সমর্থকরা। অভিযুক্ত দাদার দায়ভার নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভাই–বোনেরা। কারণ দাদা অনেক দিয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন, সাহায্য করেছেন। পাপের ভাগীদার হওয়ার জন্য পথে নেমেছেন। ফলে মদন মিত্র এ রাজ্যের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে প্রথম জেলে যাওয়া মন্ত্রী হলেও অপরাধের আত্মশ্লাঘায় দগ্ধ হয়ে পাপী থেকে সাধু হতে পারলেন না। এখানেই সম্ভবত ত্রেতা ও কলিযুগের তফাত।

অথচ এর উল্টোটা হওয়া খুব একটা অসম্ভব কিছু ছিল না। মদন মিত্র অভিযুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার পরই দলের সর্ব্বোচ্চ নেত্রীত্ব বলে দিতেই পারতেন তোমার পাপের ভাগ আমরা নেব না। কর্মী সমর্থকরা গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে পথে না নেমে বুঝিয়ে দিতেই পারতেন তোমার সাহায্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেছি কিন্তু পাপের পাশে দাঁড়াতে রাজি নই। বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নতুন হয়ে এসো, তোমার জন্য খোলা রইল আমাদের সমগ্র হৃদয়। কিন্তু তা হল না। এই সুযোগটুকুও পেলেন না শ্রী মিত্র। অথচ অভিযুক্তদের নিজেকে সংশোধন করার এই অধিকারটুকু পরিজনদের থেকে পাওয়া উচিত।

রত্নাকর থেকে বাল্মীকির উত্তরণ আমাদের রামায়নের মত মহাকাব্য উপহার দিয়েছিল। এক্ষেত্রেও হয়তো ভাল কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু হল না। বরং তৈরি হল বিপরীত বাতাবরণ। যেসব ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অপরাধের পরিকল্পনা করছেন, কেলেঙ্কারির জন্ম দেবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা উৎসাহিত হলেন। বুঝলেন অপরাধের পিছনে এখন দাঁড়াবার মতো মানুষ তৈরি হয়েছেন। অভিযুক্তদেরও জনসমর্থনের ভিত্তি মজবুত হচ্ছে সমাজে।

এখানেই জন্ম দিচ্ছে সেই অমোঘ প্রশ্ন। সত্য চিরকাল সত্যই থাকে। অপরাধী আইনে খালাশ পেলেও শাস্তি পায় সে বিবেক দংশনে, মানসিক যন্ত্রণায়––একথা জেনেও কি অপরাধের, অপরাধীর সংখ্যা বাড়বে, অপরাধের সপক্ষে ও জনসমাগম, গলাবাজি বাড়বে? একেই বোধ হয় ঘোর কলি। ফের আর এক অবতারের আবির্ভাব না হলে মুক্তির আশা নেই।

অসম কাণ্ডের জের, শরনার্থীর ঢল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশান্ত অসম পরিস্থিতির জেরে এরাজ্যে ক্রমেই বাড়ছে শরণার্থীদের ভিড়। শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে শুক্রবার নিজে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে শরণার্থীদের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে। সঙ্কোশ নদী পেরিয়ে নৌকোয় তাঁরা এপার বাংলায় আসছেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আজ সকালে আশ্রয় শিবিরগুলিতে চিড়ে–গুড় সহ খাবারদাবার বিলি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা বামফ্রন্টের তরফে এক প্রতিনিধিদল শিবির পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা কথা বলেন শরণার্থীদের সঙ্গে। পরিদর্শনে যেতে পারে জেলা তৃণমূলের প্রতিনিধিদলও। শরণার্থী শিবিরগুলির নিরাপত্তার জন্য র‌্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি এ রাজ্যেও সন্ত্রাসবাদী হামলা রুখতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পর্যটন ও সমুদ্রবন্দর প্রকল্প তলিয়ে যাবার আশঙ্কা উচ্ছেদের আশঙ্কায় ফুঁসছেন সাগরের মৎস্যজীবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : সুন্দরবনের সাগর দ্বীপে গভীর সমুদ্র বন্দর ও পর্যটন প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদের আশঙ্কায় আন্দোলনে নামতে চলেছেন প্রায় পনেরো হাজার মৎস্যজীবী। আগামী মঙ্গলবার হাতিপিটিয়া–মহিষামারি থেকে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত পদযাত্রা ও সমাবেশের কর্মসূচি নিয়েছে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম। শনিবার ডায়মন্ড হারবারে সংগঠনের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন তেজেন্দ্রলাল দাস, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ মিত্র, মিলন দাস, আবদার মল্লিক–রা। কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে কাকদ্বীপ ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন, সাগর মৎস্যজীবী ফোরাম, এনএপিএম পশ্চিমবঙ্গ। ফোরামের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয়, গত ৩০ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সাগরদ্বীপে এসে সমুদ্র বন্দর, পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার জন্য সাগরের ১৫ হাজার মৎস্যজীবীকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সাগর দ্বীপের উত্তর ও পশ্চিম দিকে মহিষামারি হাতিপিটিয়া থেকে সাগর সঙ্গম সমুদ্র উপকূলের প্রায় ২৪০ একর তটে মাছ ধরা, বিক্রি ও শুকনোর কাজ হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে ৮টি মাছের খটি আছে এখানে। এখান থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের রুটি–রুজি হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কোনও আলোচনাও করা হয়নি। উচ্ছেদ হলে বিকল্প কি ব্যবস্থা নেবে সরকার তাও জানানো হচ্ছে না। সাগর দ্বীপে মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলাকালীন মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের বিরোধিতা করে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। সেদিন সভা মঞ্চ থেকে মৎস্যজীবীদের উচ্ছেদ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সাগর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক আবদার মল্লিকের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পাওয়ার পরও স্থানীয় শাসকদের নেতারা এলাকা ছাড়া করার জন্য মৎস্যজীবীদের হুমকি দিচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসনও কোনও আশ্বাস দিচ্ছে না। পদযাত্রা ও সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে ফোরাম। অন্যদিকে ফোরামের সভাপতি প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইনানুসারে উপকূলবর্তী এলাকায় যে কোনও নির্মাণ বেআইনী। এর প্রভাব পড়বে গোটা সুন্দরবনে। মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন আশ্বাস দিয়েছেন তখন ভরসা রাখতে হবে মৎস্যজীবীদের। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে দেখা করুক মৎস্যজীবীরা।

সমুদ্র সৈকত ব্যঙ্গ করছে মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকার খাতায় কলমে যতই স্বচ্ছ ভারত অভিযান। নির্মল গ্রাম অভিযান, মহিলাদের আইনসম্মান রক্ষা শৌচালায় বাধ্যতামূলক করার কথা বলুক না কেন তার বাস্তবায়ন যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তা হাতে চরম দেখা গেল বকখালির সমুদ্র সৈকতে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে হাজার হাজার ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ভিড় করেছেন বকখালির সমুদ্রতটে। চলছে দেদার, পিকনিক। এমন ভিড় হয় এখানে জানালেন স্থানীয় এক ব্যবসায়ী। কিন্তু মানুষের পরিষেবা প্রায় নেই বললেই চলে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আবর্জনা। যত্র তত্র পরিত্যাগ হচ্ছে মল মূত্র। ফ্রেজারগঞ্জের প্রধান শ্যামলী মন্ডল তাঁর কর্মীদের নিয়ে মাইকে প্রচার করছেন হাঁটু বেশি জলে নামবেন না, সমুদ্র সৈকত নোংরা করবেন না, যেখানে সেখানে মল মূত্র ত্যাগ করবেন না ইত্যাদি। প্রধান জানালেন এখানে পানীয় জলের অভাব রয়েছে যদিও এখনে পিএইচই–র অফিস রয়েছে। একটা নলকূপ ছিল তাও অকেজো। বার বার বলে সাহায্য পাইনি। রয়েছে একটা সুলভ শৌচালয় তার অবস্থা দেখলে লজ্জা পাবে সভ্য জগত। এত মানুষের জন্য একটা শৌচালয় একেবারেই অপ্রতুল। প্রধান জানালেন সাংসদ মুকুল রায়ের তহবিল থেকে একটা সুলভ শৌচালয় তৈরি হয়েছে। কিন্তা তা কবে তৈরি হল, কবে উদ্বোধন হল

তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে শৌচাগার –নিজস্ব চিত্র

তা কত টাকা লাগল কিছুই জানলাম না। কোনও চিঠিও পাইনি, অথচ ফলকে আমার নাম রয়েছে। তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ চালু করতে পারলে মানুষ পরিষেবা পেত, পঞ্চায়েত সমিতির কিছু আয় হত।

এতো গেল পরিচ্ছন্নতার কথা। এক ফোঁটা স্বাস্থ্য পরিষেবাও নেই। এত মানুষের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও করার ব্যবস্থা নেই এখানে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটনের উন্নতি করে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে চাইছেন। শিল্পপতিদের নিয়ে বেশ কয়েকবার সুন্দরবন ঘুরে গিয়েছেন। কিন্তু বকখালির সমুদ্র সৈকত, ঝাউবনের সারি যেন ব্যঙ্গ করছে মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে।

শেয়ার বাজারে পা ফেলতে হয় মেপে, তাহলে অর্থ আসবে ঝোঁপে

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারের কাণ্ডকারখানা নিয়ে আমার বিগত কয়েকটি পর্বে প্রচুর আলোচনা করেছি। মূল লক্ষ্য হল সাধারণ লগ্নিকারী যারা দুটো লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এই

বাজারে টাকা খাটান তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন। এটা ঠিক এই শেয়ার বাজার চিট ফান্ড নয়। সুতরাং প্রতারকদের কবলে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই খুব একটা। তাও সঠিক সময়ে যদি লাভের ফসল ঘরে তোলা না যায় তাহলে ফেসে যাওয়ার ভয় রয়ে যায়। মোদ্দা কথা হল শেয়ার বাজারে লগ্নি করুন ঠিক আছে। তবে হাতে গরমে ভালো টাকা মুনাফা আসলে তা নিয়ে নেওয়া আবশ্যিক কর্তব্য। না হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে আঙুল চুষতে হতে পারে।

এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। এই তো ২০০৮ সালে সারা দুনিয়ার বাজারে যখন ভরপুর পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তখন উলটো দিকে হেঁটে বাড়ছিল ভারতীয় বাজার। মানে নিফটি এবং সেনসেক্স উভয় নয়া নয়া উত্থানের রাস্তায় ধাবিত হচ্ছিল ওই সময়কালে। সেই সময়ে বেশ মনে আছে অনেক লগ্নিকারীকে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় বাজার সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় আশাবাদী হয়ে উঠতে। এর পরিণাম একেবারেই সুখকর হয়নি। বরং চারদিনের চাঁদনির শেষে দুনিয়ার বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যখন নিফটি এবং সেনসেক্স ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে তখন হাহাকার পড়ে যায় এই অতিরিক্ত আশাবাদীদের মধ্যে। একটু বিশদে বললে বলা চলে যেসব শেয়ারে ভালো মতো লাভ করছিলেন এরা তারাই পরে অনেক কম দামে, অনেক ক্ষেত্রে কেনা দামের থেকে অনেক নিচে শেয়ার বেচে দেন। এই ধরণের অবস্থা মানে দুর্বিপাকে যাতে সাধারণ লগ্নিকারীদের পড়তে না হয় সেদিকে আমাদের আলিপুর বার্তার অর্থনীতির কলম সর্বদা নজর রেখে চলেছে। বলা যেতে পারে এও এক ধরণের 'সেভ ইনভেস্টর পলিসি'। এর বৃহত্তর লক্ষ্যই হল ক্রেতাদের সুরক্ষার চাদরে আবৃত করা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি ভালো কোনও সংস্থার কথানুযায়ী বা শেয়ার এক্সপার্টের কথা শুনে কাজ করা যায় তাহলে ঝড়ের হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা আমাদের ঠেকে শেখা অভিজ্ঞতা থেকে বলা। আসলে এই শেয়ার বাজারের দিকে তাকালে এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা অন্যের কথায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেনাবেচা করেন। তাতে হয়তো কখনও খুব ভালো লাভ হয়ে যায়। তাতে করে এরা পরে অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়েও ফেলেন। যাতে পরের দিকে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। সেই ক্ষতির মাশুল দেওয়া অনেক সময়ে কঠিন হয়ে যায়। কথায় বলে না, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে শব্দটা একটু আলাদা হয়ে যাবে। এখানে বলতে হবে হাতের শেয়ার ভালো অবস্থায় থাকা অবস্থায় তাকে বিক্রি করে দিতে হবে। এটা আমাদের মেনে চলাটা বিশেষ জরুরি। নয়তো ফের সমস্যার জালে পড়তে হবে ক্রেতাদের। ভালো অবস্থায় শেয়ার থাকা মানে বলা হচ্ছে যে দামে তা কেনা হয়েছে তার থেকে অন্ততপক্ষে ১০–২০ শতাংশ বেশি দাম পেলে লাভ ঘরে তোলা উচিত। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার।

যারা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এই বাজারে লগ্নি করেন তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়তো প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা অনেক সময়ে কর ছাড়ের ব্যাপারটা মাথায় রাখেন। এই আলোচনার সময়ে একটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিই। সেটা হল, কোনও শেয়ার কেনার একবছর পরে অর্থাৎ ৩৬৫ দিন পর যদি তা বিক্রি করা হয় তাহলে এটি হয়ে দাঁড়ায় করমুক্ত। এই দিক মাথায় রেখে যারা দীর্ঘমেয়াদে টাকা লগ্নি করেন তারা পড়ে লাভবান হতেই পারেন। এখানে গুরুত্ব পায় কি ধরণের শেয়ার কেনা হচ্ছে, এবং কোন সময়ে তা কেনা হচ্ছে এই বিষয়টি। কারণ দীর্ঘমেয়াদে সর্বদা ভালো মানের ব্লু চিপ ভুক্ত শেয়ার কেনা উচিত। আর শেয়ার কোন দামে কেনা হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক সময়ের একটা উদাহরণ তুলে ধরলে দেখা যাবে যে মেটাল বা ধাতুর যাবতীয় শেয়ার এই সময়েকালে সবথেকে খারাপ অবস্থানে বিরাজমান। এদের মধ্যে টাটা স্টিল বা টিসকোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। চারশো টাকা ভেঙে যখন টাটা স্টিল নিচে গিয়েছিল তখন কার্যত গেল গেল রব উঠেছিল।

অর্থনীতি

এই সময়টা হয়তো শেয়ার বাজারের মাপে খুব খারাপ অবস্থানে থাকা শেয়ার ধরা উচিত নয়। কিন্তু লগ্নিকারীর বিচারে যারা দীর্ঘমেয়াদে টাকা খাটাতে চান তাদের জন্য এটা পৌষ মাস। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে কোন লেবেলে এই ধরণের শেয়ার কিনতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 'ফল অন ডিপস' প্রবাদটি। তবে টাটা স্টিল যেভাবে নিচে নেমেছে তা রীতিমতো ভয়ে ধরিয়ে দেওয়ার মতো। ধরুন যারা এই কোম্পানির শেয়ার অনেক উঁচু দামে কিনেছেন তারা এই সময়ে কি করবেন। তাদের প্রতি একটাই পরামর্শ টাটা স্টিল বা এই ধরণের ভালো শেয়ার আবারও উঠবে। এবং আপনাদের কেনা দামেও ফেরৎ যাবে। যদি হাতে কিছু টাকা থাকে তবে এই জায়গায় শেয়ারটি আরো কিছু কেনা যেতে পারে। একে শেয়ার বাজারে উল্লেখ করা হয় অ্যাভারেজ হিসেবে। এর ফলে দেখা যায় শেয়ারটি একটি ভালো গড়পড়তা দামে গিয়ে দাঁড়ায়। আর যারা টাটা স্টিলের মতো ভালো শেয়ার কিনতে চান তারা কিন্তু এর প্রত্যেকবার নিচে আসার সময়ে এই ধরণের শেয়ার কিনে থাকেন। এই ধরণের উদাহরণ তুলে ধরা যায় কেয়ার্ন ইন্ডিয়া, ওএনজিসি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মতো ভালো মানের শেয়ারের ব্যাপারেও। এটাই শেয়ার বাজারের মহিমা। এই বাজার থেকে অনেকেই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার অনেকে ঘটি–বাটি বিক্রি করে ফতুর হয়ে গিয়েছেন। তারাই এই বাজারে লাভবান যারা ধৈর্য ধরতে পারেন। আর যারা হড়বড় করেন, কিনেই

অনেক টাকা লাভের স্বপ্ন দেখতে থাকেন তাদের পরিণতি হয় খারাপ। এই দিকটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত সকল ক্রেতা–বিক্রেতার।

যারা বাজারে নতুন নিবেশ করছেন বা যারা দীর্ঘকাল ধরে রয়েছেন তাদেরকেও শিক্ষা নেওয়া উচিত। কারণ প্রতিনিয়ত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যে নিফটি বা সেনসেক্স এই সেদিনেও পাঁচ হাজার বা ১৫–১৬ হাজারের ঘরে ছিল সেই এখন পৌঁছে গিয়েছে আট হাজার কিংবা সাতাশ–আটাশ হাজারের ঘরে। ফলে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা বিশেষ প্রয়োজন। তবে শেয়ার বাজারের চরম উত্থান বা পতন সব ক্ষেত্রেই একজন লগ্নিকারীকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়ে। আবেগের বশে কিছু কেনা বা বেচা কখনই উচিত নয়। না হলে একেবারে ফোস্কা পড়ে যাবে। হাতে গরমে মানে গায়ে ফোস্কা পড়লে তাও বা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ধরণের ব্যাপারে যেখানে অর্থ যুক্ত সেখানে একটা ভুল পদক্ষেপ শেষ করে দিতে পারে। কারণ এই বাজারে কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ করে না। তাই যারা দীর্ঘমেয়াদেও টাকা রাখেন এই বাজারে তাদেরো পরামর্শ দিই যে একদম উদাসীন থাকবেন না নিচের কেনা স্টক বা শেয়ার নিয়ে।

এক বছর পরে করমুক্তভাবে টাকা উপার্জন করুন ক্ষতি নেই। তা বলে এক বছর কিংবা দুবছর হয়ে যাওয়ার পরে যদি শেয়ার থেকে ভালো মাত্রায় লাভ পান তবে একবার বেচে দেখতে পারেন। পরে আবারও সুযোগ আসবে সেই শেয়ার বা অন্য কোনো ভালো শেয়ার কম দামে হাতে পাওয়ার। এইভাবে যদি ট্রেডিং করা যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে সাফল্য আসবে এই বাজার থেকে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ ডিসেম্বর – ২ জানুয়ারি, ২০১৫

১) মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

২) বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। পাকাশয়ের পীড়ায় ও মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন।

৩) মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

৪) কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

৫) সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

৬) কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

৭) তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

৮) বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

৯) ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনি আনন্দিত হবেন। ভ্রমণযোগ রয়েছে।

১০) মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

১১) কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

১২) মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

উচ্চমাধ্যমিক ২০১৫–র প্রশ্নপত্রে ব্যাপক পরিবর্তন

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : ২০১৩–১৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে যে নূতন পাঠক্রম চালু হয়েছে, সেই পাঠক্রমের ওপর প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ১৩ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে। এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যেমন বেশ কিছু নয়া বিষয়ের প্রথম পরীক্ষা হবে তেমনই এবারের পরীক্ষায় বেশ কিছু নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হচ্ছে।

২০১৫–র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথমবার যে সাতটি নূতন বিষয়ের পরীক্ষা পরীক্ষার্থীরা দিতে চলেছে, সেই 'কমপাল সারি ইলেকটিভ' বিষয়গুলি এইরকম 'বিজনেস স্টাডিজ' (প্রজেক্ট মার্কস : ২০), 'কমার্শিয়াল ল' অ্যান্ড

প্রিলিমিনারাইজ অফ অডিটিং' (প্রজেক্ট মার্কস্ : ২০), 'কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন' (প্রজেক্ট মার্কস্ : ২০), 'এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ' (প্রজেক্ট : ২০), 'হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' (প্র্যাকটিক্যাল মার্কস : ২০), 'জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন' (প্রজেক্ট মার্কস : ২০) এবং 'হেলথ্ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন' (প্র্যাকটিক্যাল মার্কস : ৬০)

সর্বভারতীয় কাঠামোর (প্যাটার্ন) সঙ্গে এ রাজ্যের ছেলে মেয়েদের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং উচ্চশিক্ষা ও সর্বভারতীয় পরীক্ষায় এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে এজন্য নূতন পাঠক্রমের ২০১৫–র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামো ও নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। 'মাল্টিপিল চয়েস কোশ্চেন' (এম সি কিউ) এবং 'সর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন' (এই এ কিউ) ধরণের প্রশ্ন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২০১৫ থেকে নূতন পাঠক্রমের পরীক্ষার্থীদের জন্য উত্তরপত্রটির দু'টি অংশ থাকবে। মূল উত্তরপত্র (পার্ট–এ) যা মূলত 'ডেসক্রিপটিভ টাইপ' প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য এবং 'প্রশ্নপত্র তথা উত্তরপত্র' (কোশ্চেন কাম অ্যান্সার সিট, পার্ট–বি) যা 'এম সি কিউ' ও 'এস এ কিউ' প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দু'টি উত্তরপত্রেরই (পার্ট 'এ' ও পার্ট 'বি') প্রথম পাতা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে পূরণ করে (উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে নাম, রোল, নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বিষয়) এবং সংসদ থেকে দেওয়া সুতো দিয়ে বেঁধে একত্র করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনাটি রাজ্যের ছেলেমেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, প্রসঙ্গত, ২০১৫–র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ।

ম্যাট–২০১৫ পরীক্ষা শুরু ১ ফেব্রুয়ারি

যে–কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। স্নাতকের সমাপ্তি বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও বসতে পারবেন।

অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এআইএমএ) পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অপ্টিটিউড টেস্ট বা ম্যাট পরীক্ষা শুরু হবে ১ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন পেপার বেসড টেস্ট বা খাতায়–কলমে পরীক্ষা। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হলে পরীক্ষা হবে একদিনই, অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি।

উল্লেখ্য ম্যাট পরীক্ষার ভিত্তিতে দেশের ৬০০টি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এমবিএ এবং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক অন্যান্য বিভিন্ন কোর্স পড়া যায়।

যে–কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। স্নাতকের সমাপ্তি বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা (কোড ৭১১) ও দুর্গাপুর (কোড ৭১২)। কলকাতা কেন্দ্রে উভয় পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দেওয়া যাবে। দুর্গাপুর কেন্দ্রে শুধু খাতায় কলমে পরীক্ষা হবে।

পরীক্ষায় বসার জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। ১,২০০ টাকার বিনিময়ে ম্যাট বুলেটিন বা সিডি–সহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এ আই এম এ–র তালিকাভুক্ত স্টাডি সেন্টারগুলি থেকে। নির্দিষ্ট স্টাডি সেন্টারগুলির তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.aima.in

অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http.//apps.aima.in/mat-feb15 অনলাইন আবেদন করতে বসার আগে 'All India Management Association'–এর অনুকূলে ও দিল্লিতে প্রদেয় ১,২০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট প্রস্তুত রাখতে হবে। ড্রাফটের তথ্যগুলি অনলাইন ফর্ম পূরণের সময় দরকার হবে। ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনেও ফি দেওয়া যাবে। যারা ১,২০০ টাকা দিয়ে বুলেটিন–সহ ফর্ম কিনবেন তাঁদের আর আলাদা করে ফি দিতে হবে না।

আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ এবং অনলাইন আবেদনের শেষ দিন ১৭ জানুয়ারি। পূরণ করা আবেদনপত্র বা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এআইএমএ, নয়াদিল্লি ঠিকানায় জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৯ জানুয়ারি।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট : www.aima.in

প্রয়োজনে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০১১–২৪৬৪–৫১০০,০১১–২৪৬১–৭৩৫৪।

সুদ কমছে

আগামী অর্থবর্ষ শুরুর আগেই কমতে পারে দীর্ঘ মেয়াদী জমায় সুদের হার। এমনই তথ্য জানা গিয়েছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে। প্রসঙ্গত, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার কমতে কমতে অনেকটাই নিচে চলে এসেছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা তেলের দাম কমছে। এই প্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর সুদ কমানোর চাপ তৈরি করছে শিল্পপতিরা।

টেন্ডার নোটিশ

জয়নগর ১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে ১) বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি) ও অন্যান্য সামগ্রী মজুতকরণের নিমিত্ত মজুতকারী এবং ২) ওই সমস্ত সামগ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে পরিবহনের নিমিত্ত পরিবহনকারী নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ ও আগ্রহী সংস্থার নিকট হইতে পৃথক সিল করা খামে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আগ্রহী সংস্থার প্রতিনিধিরা বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হইতে ২১ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত আধিকারিকের কার্যালয়ে সমস্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
জয়নগর ১নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
বহড়ু সুপার মার্কেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
দূরভাষ– ০৩২ ১৮–২২৩৬৮৫

নং ১৫০৭ (২)/জে.ত.স.দ. /দক্ষিণ ২৪ পরগনা / ২২.১২.১৪

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
যোগাযোগ করুন
৯২৩২১১২৬২৯/
৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/ ৯৫৯৩৪৫০৪৫৩
ই–মেল: prithatravels@gmail.com

9735555503 Http:// youthtrainingcentre.webs.com
ইয়ুথ্ ট্রেনিং সেন্টার
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ-
IT, FA(Tally), DTP, Hardware, Networking, Multimedia,
মোবাইল রিপেয়ারিং, বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।
ডায়মন্ড হারবার : 7679179659 সরাচি : 9046961154
কুল্পি : 9635856078 মশাট : 9641764354

দেশের প্রধান বিরোধী হয়ে মোদির ঘুম কেড়েছে তৃণমূল : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : তৃণমূল ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিপক্ষ দল হিসেবে উঠে এসে নরেন্দ্র মোদির ঘুম কেড়েছে। তাই দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান আটকাতে দেশের সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাকে একযোগে ব্যবহার করছে বিজেপি। রবিবার ফলতার সহরারহাটে দলের পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সারদা-সহ একাধিক ইস্যুতে কোণঠাসা কর্মীদের চাঙ্গা করতে মোদি সহ বিজেপি-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ভাষণের বড় অংশ জুড়ে ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই, ইডি, এনআইএ-র সমালোচনা। দলের নেতা, মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর কোনঠাসা তৃণমূল কর্মীদের উদ্দ্যেশে অভিষেক বলেন, দেশের সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাকে এক ছাদের তলায় এনেও তৃণমূল নেত্রী মমতার চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না। যত কুৎসা হচ্ছে

তত নেত্রীর জন সমর্থন আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। সংসদে গিয়ে বিজেপির লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। তাই বিজেপি-র লক্ষ্য মমতা আটকাতে হবে।

আজ সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মোদির ঘুম কেড়েছে মমতা। তাই মমতাকে আটকাতে কেন্দ্রের সব তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করছে বিজেপি। শনিবার কলকাতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভার রেশ ধরে অভিষেক এদিন বলেন, বাংলাকে দাঙ্গার আতুঁড়ঘর করতে চাইছে কিছু কিছু সংগঠন। দাঙ্গা যদি হয় হিন্দু-মুসলিম নয়। বাংলার দশ কোটি মানুষের সঙ্গে বিজেপি-র দাঙ্গা হবে। দলের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ নেই জানিয়ে অভিষেক সাফ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এক, দুই বা তিন নম্বর বলে কেউ নেই। দলের শীর্ষে আছেন মমতা। আর নীচে বুথ কর্মীরা। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক কর্মীকে এলাকার অন্তত দশটি বাড়িকে বেছে নিয়ে এগোতে হবে। সেই বাড়ির সুখ, দুঃখ, চাওয়া-পাওয়াকে মর্যাদা দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে দলের অন্দরে তা মেটাতে হবে। প্রকাশ্যে মুখ খোলা যাবে না।

সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলা যাবে না। বিজেপি-কে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে আক্রমণ করলেও সিপিএম-কে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, গত ৩৪ বছরে থাকার পর সিপিএম দলটার হাত, পা, হাঁটুর হাড় ভেঙে গেছে। দলটার উঠে দাঁড়াতে পঞ্চাশ বছর সময় লাগবে। আবার এখন তো সিপিএম-বিজেপি-কংগ্রেস এক হয়েছে।'' সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু কেউ আসেন নি। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, ভক্তরাম মণ্ডল প্রমুখ।

বাসের অভাবে নাটাগড়-মহিষপোতার নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাকপুর : উত্তর চব্বিশ পরগনার পূর্ব পানিহাটির নাটাগড় অঞ্চলে অন্তত পাঁচটি ওয়ার্ডের প্রায় কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। এর লাগোয়া পূর্বের বিলকান্দা-১ পঞ্চায়েত এলাকা। সেখানে রয়েছে মহিষপোতা, কর্ণমাধবপুর, অপূর্ব নগর এলাকাগুলি। সিদ্ধার্থশঙ্কর

রায় যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন এতদঞ্চলের নিত্যযাত্রীদের কথা ভেবে স্থায়ী বাসরুটের অনুমোদন করেছিলেন। এরপর নানা জলঘোলার মধ্যে দিয়ে ১৯৮৪ সালে চালু হয় ৭৮/২ বাসরুট। সেসময় এলাকার মানুষ কিছু আশার আলো দেখেছিলেন। কারণ রিকশা ছাড়া তখন অন্য কোনও যান ছিল না স্টেশন পৌঁছনোর। আর দূরত্বও নেহাত কম কিছু নয়। ফলে সময় সাপেক্ষের ব্যাপারও ছিল যথেষ্ট। বাসরুট চালু হওয়ায় স্থানীয় মানুষের সুবিধাই হয়। তবে নিয়মিত বাস চলেছিল বছরখানেক। তারপর কোনও অজ্ঞাত কারণে তা হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর এই এলাকায় বাস চলাচল একটা তামাশায় পর্যবসিত হল। কারণ যে কোনও নির্বাচনের আগে কয়েকমাস বাস চলে। নির্বাচন হয়ে গেলেই যে কোনও অজুহাতে তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে গত তিন দশক ধরে ৭৮/২ ছাড়াও এম-৫, ভূতল পরিবহনের সাদা মিনিবাস এই রুটে চলেছে। এখন সবই উধাও। শেষমেষ গত এক বছর আগে আবার ৭৮/২ চালু হলে, সকলেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন, বাসটি নিয়মিত চলবে এই ভেবে। কিন্তু তিনমাস যাবৎ তা আবার যথারীতি বন্ধ। নতুনভাবে চালানোর কথাও শোনা যাচ্ছে না কোনও মহলে বলে সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের অভিযোগ। তাদের আরও অভিযোগ, বাস বন্ধের কারণে যাত্রীদের অটো রিকশা ভরসা সোদপুর স্টেশনে পৌঁছনোর জন্য। কিন্তু অটো চালকদের দুর্ব্যবহারে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। ফলে বাস বন্ধের কারণে এতদঞ্চলের মানুষ রীতিমত দুর্ভোগের শিকার।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার রাতে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মৎস্যজীবীর। মৃত মৎসজীবীর নাম সতীশ মণ্ডল (৪০)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পীরখালি জঙ্গল এলাকায়। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার জেমসপুর গ্রামে বাসিন্দা সতীশ মণ্ডল সহ আরো ২ জন মৎস্যজীবী গত ২৩ ডিসেম্বর সকালে একটি নৌকা করে সুন্দরবনের নদীতে কাঁকড়া ধরতে যায়। সন্ধ্যার পর হঠাৎ আক্রমণ করে বাঘ। বাকি মৎস্যজীবীরা দেখতে পেয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। বেশ কিছুক্ষণ চলে বাঘের সঙ্গে লড়াই। বাঘটি ভয় পেয়ে মৎস্যজীবী সতীশকে ছেড়ে বনের গভীরে ঢুকে যায়। জখম সতীশকে বাকি মৎস্যজীবীরা গোসাবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চৌহাটিতে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ ২৪ পরগনা কামালগাজি বাইপাসের নরেন্দ্রপুর হয়ে বারুইপুরের পদ্মপুকুর যাওয়ার রাস্তা বহু দিন ধরে ঝুপড়িবাসীদের জন্য আটকে ছিলো। এবার তার জট খুলে গেলো। রাজপুর চৌহাটিতে টালির নালার দুপাশে বহু দিন ধরে ঝুপড়িবাসীরা বসবাস করছিলো। সেই কারণে কিছুটা জায়গা বাইপাস নির্মাণের কাজ বন্ধ ছিলো। অন্য দিকে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ থেকে বাইপাসটি সোজা কামালগাজির মোড়ে গিয়ে মিশছে ঠিক সেখানে এবার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি বিশাল ব্রিজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সুতরাং কামালগাজিতে টালির নালার উপর দিয়ে যাওয়ার সুবিধাই হয়ে গেলো যানবাহনে। বেশ কিছু দিন যাবৎ বাইপাস নির্মাণের কাজ আটকে ছিলো চৌহাটির ঝুপড়িবাসীদের জন্য। এবার সরকার থেকে নোটিস দিয়ে উঠতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে কোনও আন্দোলন হয় নি। এই সঙ্গে ঝুপড়ির বাসিন্দাদের নগদ ১৫ হাজার টাকার দেওয়া হয়েছে মালপত্র স্থানান্তরিত করার জন্য। স্বেচ্ছায় তারা উঠে গেছে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার দেওয়া নোটিসে জমি দেওয়া ও গৃহ নির্মাণের অনুদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রশাসক পার্থ আচার্য বলেন, পুরসভার সংলগ্ন গোপালপুর মৌজায় খুরিগাছিতে গেঞ্জিকলের পাশে সরকারি জমির কাগজপত্র হাতে পেলে তারা নিজেদের খরচায় অস্থায়ী বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে পারবেন। এরপর তাদেরকে রাজ্য সরকারের আবাসন প্রকল্পে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে গৃহ নির্মাণ করার অনুদান দেওয়া হবে। এই গৃহ নির্মাণ বেনিফিসিয়ার নিজেরা করে নেবে। এই টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে। পুরসভা থেকে ইন্সপেক্টর যাবে বাড়ির নির্মাণের কাজ কতটা এগিয়েছে তা দেখার জন্য। এর মধ্যে প্রত্যেক ঝুপড়িবাসীদের ছবি তোলা হয়েছে। সুতরাং বাইপাসের জন্য রাস্তার কাজ খুব দ্রত গতিতে শুরু হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পকে চৌহাটির ঝুপড়িবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছে।

বধূ খুনে চাঞ্চল্য, মাটি খুঁড়ে উদ্ধার দেহ

মেহবুব গাজি

মোবাইলে একটু বেশি ব্যস্ত থাকাটাই কাল হল বছর পঁয়ত্রিশের গৃহবধূ পাঞ্চালী গায়েনের। স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভেবে নিয়েছিল বাড়ির বৌ-এর অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে। আর সেই সন্দেহ বশে পাঞ্চালীকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে বাড়ির পাশে দেহ পুঁতে রেখে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠল। ঢোলাহাট থানার মেহেরপুর বৈরাগীরচকের এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পাঞ্চালীর স্বামী বাবলু গায়েন ও দেওর শ্যামল গায়েনকে আটক করেছে পুলিশ। অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে অভিযুক্তরা। সোমবার সকালে বাবলু ও শ্যামলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, স্থানীয় দক্ষিণ রায়পুরে তিন নং ঘেরির পাঞ্চালীর সঙ্গে বাবলুর বিয়ে হয়েছিল বছর পনেরো আগে। বাবলু ভিন রাজ্যের শ্রমিক ঠিকাদার। প্রায়শই বাড়িতে থাকত না সে। পাঞ্চালী মোবাইলে প্রায়শই কথা বলত স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সন্দেহ পাঞ্চালী ফোনে অন্য পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। মোবাইল ফোনে কথা বলা নিয়ে ঝগড়া-অশান্তিও হয়েছে অনেকবার। পাঞ্চালী রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলেও যায় বেশ কয়েকবার। সপ্তাহখানেক আগে বাড়ি ফেরে বাবলু। পরিবারের লোকেদের থেকে অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে স্ত্রী-র ওপর অত্যাচার শুরু করে। রবিবার দুপুরে

চরম অশান্তি শুরু হয় পাঞ্চালীর সঙ্গে। অভিযোগ, এইসময় বাড়িতে থাকা একটি কোদাল নিয়ে পাঞ্চালীকে কোপাতে থাকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পাঞ্চালী রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে আরও অত্যাচার চালানো হয়। কয়েক ঘন্টার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পাঞ্চালী। গায়েন পরিবারের ভয়ে গ্রামের মানুষ মুখ খোলেনি। বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানান গ্রামের কিছু মানুষ। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে সালিশির মাধ্যমে মিটমাট করে দেওয়ার চেষ্টাও করে বলে অভিযোগ। পরে সংবাদমাধ্যমের চাপে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। রাতে আটক করা হয় অভিযুক্তদের। নিহতের দাদার স্ত্রী সুপর্ণা কয়াল অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, খুন করে দেহ পুঁতে দিয়েছে ওরা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করুক। বাবলুর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ কাকদ্বীপের ঢোলাহাট থানার বৈরাগীচক গ্রাম থেকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হল নিহত বধূ পাঞ্চালী গায়েনের (৩৫)। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিডিও কিশোর বিশ্বাস, কাকদ্বীপের এসডিপিও পারিজাত বিশ্বাস-সহ সরকারি আধিকারিকরা। দেহ উদ্ধারের সময় এলাকার প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। ঘটনায় জড়িত পাঞ্চালীর স্বামী বাবলু ও দেওর শ্যামল গায়েনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন ও দেহ লোপাটের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পাথর প্রতিমার বিডিও কিশোর বিশ্বাস বলেন, এই ঘটনা নারকীয়। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। পাঞ্চালীর দাদা কেশব পাল ও ভগ্নিপতি ও তার পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

৬৫ ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : পাঁচটি ট্রলার-সহ ৬৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিল বাংলাদেশ সরকার। শুক্রবার দুপুরে ট্রলার সহ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন কাকদ্বীপ, কুলতলি, নামখানা এলাকার এইসব মৎস্যজীবীরা। চলতি বছরে বাংলাদেশ জলসীমানায় ঢুকে পড়ার অপরাধে এদের গ্রেপ্তার করে বিবিজি। মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিলেন। মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারতীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তারপর দুই দেশের সচিব পর্যায়ের আলোচনার পর বুধবার বাংলাদেশের বাঘেরহাট আদালতে তোলা হয় মৎস্যজীবীদের আদালত মুক্তি দেয় মৎস্যজীবীদের। বর্তমানে পাঁচটি ট্রলার-সহ ৩৫ জন মৎস্যজীবী বাংলাদেশ জেলে বন্দি। রবিবার বন্দি মৎস্যজীবীদের আদালতে তোলা হবে। এফবি দক্ষিণেশ্বরীতে ছিলেন ১৩ জন মৎস্যজীবী। এফ বি জয় হনুমানে ছিলেন ১৫ জন। এফ বি হীরালালে ছিলেন ১২ জন। এফ বি দুইবোনে ছিলেন ১৩ জন ও এফ বি জবায় ছিলেন ১২ জন মৎস্যজীবী। মৎস্যজীবীদের গ্রামে খুশির হাওয়া। প্রতীক্ষা করছেন মুক্ত মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা। কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমানায় নতুন করে সীমানা নির্ধারণের জন্য এদেশের মৎস্যজীবীরা সমস্যায় পড়েছেন।

চালুর দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২০০৬ সালে রাজ্য বিধানসভায় বিগত বাম সরকার ক্যানিং পুরসভার কথা ঘোষণা করে। এই মর্মে নোটিফিকেশনও জারি হয়। কিন্তু সেসবই যে ছিল নির্বাচনের আগের ধাপ্পা তা পরে বোঝা গেল। ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তন হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৩ সালে বর্তমান সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ফের ক্যানিং পুরসভার ঘোষণা করেন। অথচ এখনও পর্যন্ত চালু হয়নি ক্যানিং পুরসভা। সেটিও ধীরে ধীরে নিস্ফলা প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হচ্ছে।

এই অবস্থা বদলাতে ক্যানিং মহকুমাবাসী ডেপুটেশন দেয় মহকুমা শাসক কার্যালয়ে। ডেপুটেশন তুলে দিয়ে ক্যানিং মহকুমাবাসী তথা মৎস্যজীবি পরিতোষ মণ্ডল বলেন, মাতলা ১ ও ২, দিঘীর পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে গঠিত ক্যানিং পুরসভা বিগত বাম সরকার এবং বর্তমান সরকার ঘোষণা করার পর আজও চালু হল না। আমাদের দাবি অবিলম্বে ক্যানিং পুরসভা চালু করতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে নিকাড়ীঘাটা পঞ্চায়েতের গতিমুখী ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। বর্তমান সরকারের অবহেলায় বহু মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। তাই অবিলম্বে ক্যানিং-ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালুরও দাবি করেন তারা। তাদের আরও দাবি করতোয়া ও ক্যানিং মাতলা নদীর চড়ে ম্যানগ্রোভ বনসৃজন প্রকল্প তৈরি করে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ঘুঘুখালি সঙ্গে হেদিয়া সংযোগস্থল করতোয়া নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে। জাল বা ভুয়ো রেশন ও ভোটার কার্ড দেওয়া তদন্ত সাপেক্ষে বন্ধ করা জাল ও ভুয়ো পরিচয়পত্র যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনধন যোজনা, দক্ষ কারিগর, রশ্মি প্রকল্প যথাযথভাবে কার্যকর করা, বাঘ-কুমির সাপের আক্রমণে নিহত মৎস্যজীবীদের পরিবারকে ভাতা এবং আবাসনসহ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা কার্যকর করা, অচিরে। বাঁকী গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার দাবিও জানানো হয় ডেপুটেশনে। দাবিগুলি কার্যকর না হলে আগামী দিনে ক্যানিং মহকুমা বাসী বৃহত্তর গণ আন্দোলনে নামবে বলে তারা জানান।

ক্যানিং পুরসভা

সার্কাসের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার গোলকুঠি ময়দানে নটরাজ সার্কাসের শুভ সূচনা করেন মহকুমাশাসক প্রদীপ আচার্য। এদিনের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশরাম দাস, মাতলা-১ ও ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের তপন সাহা উত্তম দাস প্রমুখ।

মহানগরে

এবার এফএমে'ও 'বিবিধ ভারতী'

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'বিবিধ ভারতী' কলকাতা এবার মোবাইল ফোনেও শোনা যাবে। বিবিধ ভারতী'র এফএম (ফ্রিকোয়েনসি মডিউলেশন) ট্যান্সমিটার ১০১.৮ মেগাহার্ৎজে নিত্য মোট ১৫ ঘন্টা ২০ মিনিটের বর্ণময় অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেবে। অনুষ্ঠানটি আপাতত পুরো কলকাতা মহানগরী, দুই ২৪ পরগনা জেলা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া জেলার দক্ষিণ অংশ এবং বর্ধমান জেলার ২৫ শতাংশ এলাকা থেকে শোনা যাবে। গত ২৬ ডিসেম্বর প্রসারভারতী'র (ভারতের পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার) চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার জহর সরকার গল্ফগ্রীণস্থিত দূরদর্শন কেন্দ্রে বিবিধভারতী 'কলকাতা'র এই নয়া ট্রান্সমিটারটির উদ্বোধন করেন। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী কলকাতা 'বিবিধ ভারতী' সম্প্রচারের আওতায় আসে ১৯৬০-এর ১৫ আগস্ট।

সারদা নিয়ে ফের উত্তপ্ত পুর-অধিবেশন, সাফাই মেয়রের

বরুণ মণ্ডল

কলকাতার বেহালা ট্রামডিপোস্থিত ৪৫৫, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৪ এখন একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঠিকানা। কলকাতা পুরসভার ঐতিহ্যবাহী পুর অধিবেশন কক্ষে বেহালাস্থিত এই ঠিকানার অফিস বাড়িটি নিয়ে তুমুল হৈ হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি গত কয়েকটি অধিবেশন ধরে চলতেই থাকছে। কলকাতার পুরসভার ১২০ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বেহালার ৪৫৫ নং ডায়মন্ড হারবার রোডে একটি বাড়িতে 'সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানি'র বিভিন্ন চিটফান্ড কোম্পানিকে বেআইনিভাবে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে বলে পুরসভার ২৯ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস পুরপ্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় গত ১৮ ডিসেম্বরের পুর অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব উত্থাপন কালে প্রকাশবাবু বলেন, মহানাগরিকের বেহালার দ্বিতলার বারো ফুট বাই আট ঘরটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের অফিসারেরা ও আমি নিজে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মাপ জোপ করে দেখেছি ঘরটিতে ১৩০০ বর্গফুটের বেশি জায়গা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অথচ কলকাতার পুরসভা ট্রেড লাইসেন্সে (সাটিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট) ৫৯৭০ বর্গফুট জায়গা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ পুরসভার লাইসেন্সে যে বর্গফুট জায়গা দেখানো হয়েছে এবং যে বর্গফুট জায়গার মধ্যে ৪৩টি বিষয়ে ব্যবসা চলছিল তাদের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই। প্রকাশ উপাধ্যায় মহানাগরিকের উদ্দেশ্যে আরও জানান, চার বছর ধরে আপনি ওই চিটফান্ড কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ করলেন। কেন আপনি প্রথম থেকে ওই কোম্পানির ব্যবসার বিষয়ে ব্যবস্থা নিলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যার ফলেই এতো লোকের টাকা আত্মসাৎ হল। আপনি প্রথম থেকেই ব্যবস্থা নিলে এটা হত না। এজন্য তিনি মহানাগরিকের পদত্যাগ দাবি করেন। ওই সময়ে অধিবেশন কক্ষেই বাম

পুরপ্রতিনিধিরা মহানাগরিকের উদ্দেশ্যে চোর চোর বলে শ্লোগান দিতে থাকেন।

পুর অধ্যক্ষের আহ্বানে প্রস্তাবের ওপর জবাবে সারদা সংস্থাকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া কাগজপত্রের ওপর ভিত্তি করে মহানাগরিক দাবি করেন কলকাতা পুরসভা কোনও চিটফান্ড কোম্পানিকে ট্রেড লাইসেন্স দেয়নি। পুর অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন বিরোধীদের সারদা গ্রুপ অফ কোম্পানির বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন, তা নিয়েও মহানাগরিক সভায় দাঁড়িয়েই উষ্মা প্রকাশ করেন। মহানাগরিক জানান ট্রেড লাইসেন্স দিতে গেলে যা যা প্রসিডিওর মেনটেন করতে হয় অ্যাসিস্ট্যান্স লাইসেন্স অফিসারকে দিয়ে তার সমস্ত কিছু 'ফুলফিল' করার পরেই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। মহানাগরিকও প্রশ্ন তোলেন, 'রেজিস্টার্ড অফ কোম্পানি' অ্যাক্টে সারদা কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রি হলো কী করে? একটা রেজিস্টার্ড কোম্পানিকে পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স দিতে বাধ্য সে প্রশ্ন তো আগে তোলা উচিত। সারদা সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্লিয়ারেন্স পেল কীভাবে? মহানাগরিক জানান, একই ঠিকানায় ৪৩টি কেন? একই ঠিকানায় ছোট্ট এক ঘরে পুরসভা ১৫০ বা তারও বেশি ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে সমস্ত রুলস্‌কে মেনেই। তাতে কোনও 'বেনিয়ম' নেই।

অন্যদিকে পুরসুত্রে দেখা যাচ্ছে সারদা সংস্থার কর্ণধার সুদীপ্ত সেন ব্যবসা করতেন অর্থলগ্নি সংস্থার (ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি)। কিন্তু কলকাতার পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স দপ্তরে তার সংস্থাকে 'নির্মাণ সংস্থা' (রিয়েল এস্টেট ডেভলপার) হিসাবে নথিভুক্ত করা ছিল। পুরসভার নিজেদের তৈরি 'সারদা-রিপোর্টে' এমনটাই রয়েছে। শুধু তাই নয় যে, তৃণমূল জমানাতেই সব হাত উপুর ঘটেছে। বাম জমানাতেও সারদা সংস্থাকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। পুরসভা প্রাথমিক ভাবে যে 'সারদা-রিপোর্ট' তৈরি করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৬-'০৯ এর মধ্যে অর্থাৎ বিকাশবাবুর নেতৃত্বে বাম আমলে পুরসভা এই ঠিকানায় সারদা সংস্থাকে ২২টি ট্রেড লাইসেন্স দেয়। তারপরে ২০১১-এ আবার ওই ঠিকানাতে ২১টি ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়। এবারও 'নির্মাণ সংস্থা' হিসাবে সারদা সংস্থাকে পুরসভা ট্রেড লাইসেন্স দেয়। পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার নিয়মের ধারানুযায়ী 'লাইসেন্স ইন্সপেক্টর' ও 'বেলিফ'রা কোনও জায়গায় ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যের নথিভুক্তি করান।

১০০ দিনের কাজে কাজিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বকেয়া বরাদ্দ দিচ্ছে না বলে রাজ্যে ক্ষমতাশালী তৃণমূল কংগ্রেস একাধিকবার অভিযোগ করেছে। গত ১৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী চৌধুরী বীরেন্দ্র সিংহ ওই অভিযোগ খারিজ করেন। মন্ত্রী জানান, চলতি ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্র ওই প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ৩,৬৫৭ কোটি টাকা দিয়েছে। এবং গত ২০১৩-'১৪ অর্থবর্ষে রাজ্য ওই খাতে ২,৮৯৪ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে পায়। সে হিসেবে ১০০ দিনের প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৭ ডিসেম্বর – ২ জানুয়ারি, ২০১৫

নেতাজির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা কেন?

গুজরাটের ভূমিপুত্র না হওয়ার কারণেই কী আজ এই অকংগ্রেসি জাতীয়তাবাদী দলের কাণ্ডারী নরেন্দ্র মোদি নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটির দিন মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের ঘোষণায় দ্বিধাগ্রস্ত? নেতাজি সম্পর্কে যাবতীয় সত্য প্রকাশের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ? গুজরাটের সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সুউচ্চ লৌহমূর্তি স্থাপনে তৎপর মোদি চান না দেশভাগ এবং সুভাষ বর্জনে প্যাটেলের কুকীর্তি দেশবাসীর কাছে ফাঁস হয়ে যাক। একদা গান্ধিজি, নেহেরুজি ও প্যাটেলদের নেতাজির প্রতি বৈরীতা ইতিহাস স্বীকৃত। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র এইসব আপোষকামী জাতীয় নেতাদের থেকে সহায়তা পাননি। জীবনবাজি রেখে দেশের মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের ভাগ বাঁটোয়ারার হাটে নেতাজি ছিলেন অনুপস্থিত। সেই সুযোগ কাজে লাগান প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ও উপপ্রধানমন্ত্রী প্যাটেল। ব্রিটিশ এর ঘোষিত শত্রু সুভাষ বোস, ১৯৪৯এর এপ্রিলে সেই ব্রিটেনে বসেই নেহেরু কমন ওয়েলথের সদস্য দেশ হিসাবে ভারতকে ঘোষণা করলেন। পরবর্তীকালে দেশের ভাগ্যচক্রের রশি ঘুড়ে গেল লন্ডনের হাতে। ক্ষমতার বাসনায় সেদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্রিটেনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার জন্য প্রকাশ্য আবেদন শুরু করলেন। শত সহস্র শহিদ আর আত্মত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। ব্রিটেন ও কংগ্রেসের নীতি এক হয়ে গেল। এমনকি নৌ–বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে বল্লভভাই প্যাটেল এর প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও নিন্দাজনক ভূমিকার কারণে তাঁর নামের আগে 'গদ্দার' অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক শব্দটি সে সময়ে জুড়ে গিয়েছিল দেশপ্রেমিক মানুষের চিন্তা ও চেতনায়।

সময় বদলেছে, বদলায়নি ব্রিটিশ কলোনির সেই ফেলে আসা মানসিকতা। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের প্রতি এমন ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতা আগামী ইতিহাস নিশ্চয়ই একদিন তুলে ধরবে বর্তমানের দেশপ্রেমিক সাজা মেকি নেতাদের। নেহেরুজী নিজেদের স্বার্থে ভারতবর্ষকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বশান্তির বাহানায়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত শান্তি আসেনি, থামেনি যুদ্ধ বিগ্রহ। এক্ষেত্রে কমনওয়েলথ এবং ভূমিকা আজ পর্যন্ত সবাই জানে। পরমশান্তিকামী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জীবনের শেষ বক্তৃতায় ব্রিটিশের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করেছিলেন ভারতবর্ষকে ধ্বংস করে দেবার জন্য। বেদনাহত চিত্তে 'সভ্যতার সংকট' এর ভাষণে ব্রিটিশের আগ্রাসনে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

দেশভাগে ত্যাগীরা হয়ে গেলেন রাতারাতি ব্রাত্য। বহুদিন ধরে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রায় পুরোপুরি এসেছে বিজেপির হাতে। যাদের চ্যালেঞ্জ শক্তি মনে করা হয় খাঁটি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের হাতে। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার ব্যক্তি প্যাটেলের প্রতি অনুরাগবশত সেই চিরাচরিত ধারায় তথ্য গোপনের কংগ্রেসি সংস্কৃতি বজায় রাখতে হবে কোন আইনি বাধ্যবাধকতায়? তথ্য লোপাটের পাশাপাশি নানা অজুহাতে প্রকৃত সত্য প্রকাশে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ প্রকট হচ্ছে। নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি অনেক হয়েছে। ইতিহাসের আবর্জনায় তাদের স্থান হয়েছে। দেশভক্ত ত্যাগী মুক্তিসংগ্রামীদের অতৃপ্ত আত্মাদের অভিশাপ লেগে যাবে বর্তমান ভারতবাসীদের প্রতি। নেতাজির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে আর এদেশে কোনও খাঁটি দেশপ্রেমিকের জন্ম হবে না।

অমৃত কথা

৪০২ কোনো সাধুর কাছে একজন ছেলে কোলে করে ওষুধ আনতে গিয়েছিল। সেদিন সাধু বললেন, 'কাল এসো'। পরদিন এলে তিনি বললেন, 'গুড় খেতে দিও না, তা হলেই সারবে।' লোকটি বললে, সেদিন বললেই হোত' সাধু বললেন, সেদিন আমার কাছে গুড় ছিল, যদি তখন বলতুম তো ছেলেটি মনে করত যে সাধুর কাছে গুড় রয়েছে তবে আমি খাব না কেন?' (অর্থাৎ সাধুলোক যা করেন, সাধারণে তাই করতে চায়।)

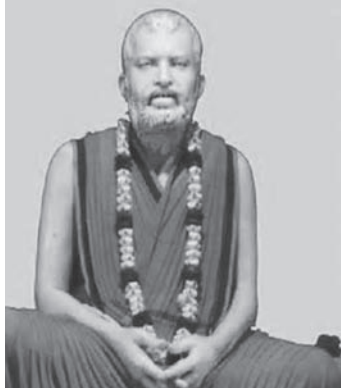

৪০৩ যে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, সে কি সামান্য মুটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সুখ পায়? (অর্থাৎ যে ভগবান পেয়েছে, তার মন সামান্য জিনিসে যায় না।)

৪০৪ যে মিছরির সরবৎ খায়, সে কি চিটে গুড়ের পানা খেতে চায়?

৪০৫ পাপ আর পারা চাপা থাকে না।

৪০৬ মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে, শশা খেলে শশার ঢেঁকুর ওঠে। (অর্থাৎ যার ভেতরে যেমন ভাব থাকে, সেইরকম বের হয়।)

৪০৭ যেমন উকিলকে দেখলে মকদ্দমার কথা মনে পড়ে সেইরকম ভক্তকে দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

৪০৮ বেদ পুরাণ শুনতে হয়, আর তন্ত্রের মতে কর্ম করতে হয়। হরিনাম মুখে বলতে হয় এবং কানে শুনতে হয়, যেমন কোনও কোনও ব্যামোতে ওষুধ খেতে হয় এবং মাখতে হয়।

৪০৯ অন্তর শক্তি, বাহির শৈব, মুখে হরি হরি। নারদের এই ভাব ছিল।

৪১০ কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার। কারণ জীবের পরমায়ু অতি অল্প। তাতে ম্যালেরিয়া রোগে লোক জীর্ণ শীর্ণ, কঠোর তপস্যা কেমন করে করবে।

৪১১ যে বাড়িতে হরি সংকীর্তন হয়, সে বাড়িতে কলি প্রবেশ করতে পারে না।

ফেসবুক বার্তা

প্রতিবারের মতো বড় দিনের মাহেন্দ্রক্ষণে কচি–কাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে হাজির হয়েছে লালমুখো সান্টা বুড়ো বা সান্টা ক্লজ। ছোটোদের মধ্যে অকাতরে লজেন্স, ক্যাডবেরি থেকে শুরু করে এক গুচ্ছ গিফট যথারীতি সঙ্গে এনেছিল সে।

বিপন্ন গণতান্ত্রিক কাঠামো, বিপন্ন দেশ

পর্ব ৪

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পলিটিক্যাল সায়েন্স এ্যাসোলিয়েশনের সভাপতি ফ্রান্সিস ম্যাকগর্ডান বলেছিলেন রাজনৈতিক দুর্নীতি হল আইনের বলপ্রয়োগ। জনজীবনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর

জটিলতার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি মাথাচাড়া দেয়। এই দুর্নীতি থেকে অপরাধ প্রবণতা আমাদের সমাজকে গ্রাস করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুর্নীতি মাকড়সার জালের মত বিস্তার করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ২০০৪ সাল থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ–১ এবং ইউপিএ–২ সরকারের আমলে দুর্নীতি উদারীকরণ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তার জাল বিস্তার করেছে। বুভুক্ষু মানুষের খাদ্য থেকে শুরু করে খেলার মাঠে ঘুষ জালিয়াতির কেলেংকারী এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে আমাদের গণতন্ত্রের মর্যাদা দুর্নীতিগ্রস্ত ভ্রষ্টাচারী ভারতে পরিণত হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সক্ষমতার গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রতিটি মানুষের দুমুঠো অন্ন সংস্থানের ওপর জোর দিয়েছেন। পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, ঘানার মানুষ যখন একমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে তখন মানবতাকে ভুলে গিয়ে মন্ত্রী আমলারা বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে চাল রপ্তানির নামে টাকা লুঠ করছে। ঘটনাটা ২০০৭ সালে ভারতে ধান উৎপাদন কম হয়। বাসমতি চাল আন্তর্জাতিক বাজারে ২৫০ ডলার থেকে ১,০০০ ডলার মেট্রিক টন বেড়ে যায়। সরকার অ–বাসমতি চাল আন্তর্জাতিক বাজারে নিষিদ্ধ করে দেয়। এই সময় ঘানায় খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ভারত সরকার মানবতার কারণে ঘানা সরকারের অনুরোধ ২০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সস্তায় ধরে রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় কৃষি মন্ত্রী শারদ পাওয়ার, বাণিজ্য মন্ত্রী কমল নাথ এবং সরকারি সংস্থা বিষয়ক মন্ত্রী আনন্দ শর্মা এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। রহস্যজনক বিষয় হল ঘানায় চাল সরবরাহের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনরূপ লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা হয়নি। যাতে করে ফুড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া সস্তায় চাল সরবরাহ করতে পারে। সুইজারল্যান্ডের নোভাল কমোডিটিস নামের ট্রেডিং সংস্থার কাছ থেকে লেটার অব্ ক্রেডিট ইস্যু করা হয়। আমরি ফুড বরং শিবনাথ রাই হরিনারায়ন লিমিটেড নামে বেসরকারী সংস্থার দ্বারা বাজার থেকে কেনা দামে চাল রপ্তানি করা হয়েছিল। ভারতে সেই সময়ে চালের দাম ছিল ২৮০ ডলার প্রতি মেট্রিক টন, কিন্তু ৪৭০ ডলারে চাল রপ্তানি করা হয়। ২০০৮ সালে ঘানার সরকার পরিবর্তনের পর ভারত সরকারকে চিঠি দিয়ে জানতে চায় দারিদ্র কবলিত ঘানার সাথে এই জালিয়াতি কেন করা হল? সরকার তার সদুত্তর দিতে পারে নি। ঘানার নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে এক তদন্ত কমিশন বসিয়ে জানতে পারে সেদেশের বিদেশ মন্ত্রী সহ ভারতের মন্ত্রী আমলা ব্যবসায়ীরা এই বিরাট দুর্নীতির সাথে যুক্ত রয়েছে। এই দুর্নীতির সাথে ২৫ হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়েছে। অভিযোগ ওঠে যে এই বিপুল টাকার সিংহ ভাগ সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে। ঘটনার রহস্য কেন সুইস বেসরকারী সংস্থা থেকে লেটার অব ক্রেডিট নেওয়া হল এবং বেসরকারী সংস্থার দ্বারা চাল রপ্তানি করা হল তার হদিশ সিবি আই এখনো করতে পারে নি। বিপুল অর্থের এই জালিয়াতির জন্য ২০ জন আমলাকে দোষী সাবস্ত করে দুর্নীতিগ্রস্থ মন্ত্রী চক্রকে আড়াল করা হয়।

স্বাধীনতার পর নেহেরুবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতিতে দুর্নীতির ধরন আর নরসিমা রাওয়ের সময় থেকে উদারীকরণ অর্থনীতির দুর্নীতির ধরন এক নয়। নয়া উদারীকরণ অর্থনীতির দাওয়াই দুর্নীতিকে কর্পোরেটাইজ বা নিপথিকরণ করে ফেলেছে। সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'While col-or crime'. ২০০৯ সালে ভারতে বহুজাতি সংস্থা সত্যম কেলেংকারী এই ধরনের দুর্নীতির প্রথম দৃষ্টান্ত, সত্যম কমপিউটার নামক বহুজাতিক সংস্থার ডাইরেকটর রামলিঙ্গম রাজুকে অর্থনৈতিক ভাবে ৭৪৩ কোটি টাকার জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। রাজু গ্রেপ্তার হবার পর স্বীকার করেন যে ৭৮০০ কোটি টাকা জালিয়াতি করে বাজার থেকে তুলেছে।

উদারীকরণ অর্থনীতিতে জালিয়াতির আর এক ধরন হল টেলিকম কেলেংকারী। এই কেলেংকারীর শুরু হয়েছিল নরসিমা রাওয়ের আমলে। তৎকালীন টেলি কমিউনিকেশন মন্ত্রী সুখরামের সুখ বিলাসিতার জন্য। ১৯৯৪ সালে ২১টি টেলিকম সার্কেলের জন্য ১৬টি টেলিকম সংস্থা টেন্ডার জমা দিয়েছিল। কিন্তু টেলিকম ব্যবসায় অনভিজ্ঞ এবং সুখরামের জামাতা ও কন্যার সংস্থা হিমাচল ফিউচারিটিক কমিউনিকেশন লিমিটেড কাজের বরাত দেওয়া হয়।

এই টেন্ডার বেনিয়ম নিয়ে সংবাদ মাধ্যম উত্তাল হলে একপ্রকার চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। সুখরামকে গ্রেপ্তারও করা হয়। এই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিলেন টেলিকম দপ্তরে প্রধান আমলা রুনু ঘোষ। তাঁর বাড়ি থেকে ১.৩২ লক্ষ টাকা, ১ লাখ বিদেশী মুদ্রা ও ১ কেজি সোনা উদ্ধার হয়। সুখরামের বাড়ি থেকে ৩.৬১ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়। টেলিকম কেলেংকারী আরো বড় আকারে ঘটে ২০০৯ সালে ইউপিএ(২) সরকারের আমলে। এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকার অপরাধে জোট শরিক ডিএমকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ রাজ্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিব, করুনানিধির কন্যা কনিমাজি এবং টেলিকম সচিব আর কে চাওলিয়া গ্রেপ্তার হয়। ঘটনায় প্রকাশ, ২জি স্পেকট্রামের জন্য ২০০৮ সালে ১২২টি ইউনিফায়েড একসেস সিস্টেম বা সার্ভিস প্রদানের স্বার্থে ২২টি টেলিকমিউনিকেশন জোনে আগে আসার ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়ার ঘোষণা করে। ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী ১,৭৬,৬৪৩ কোটি টাকা তোলা হয়েছিল নিলামের মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্ট ২টি কেলেংকারী নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় রায় দেয় যে এই নিলাম অসাংবিধানিক। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দুর্গতি হয় ৩০,৯৮৪ কোটি টাকা। ডি এম কের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ রাজা ৩০০ কোটি টাকা, কানিমাজি কয়েকশো কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে কংগ্রেস তার শরিকদলের মন্ত্রী আমলারা একের পর এক আর্থিক কেলেংকারিতে অভিযুক্ত হয়েছে। সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী যেখান থেকে পেরেছে টাকা লুঠ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সুনাম নষ্ট করেছে। ২০১০ সালে কমনওয়েলথ দুর্নীতি শুধুমাত্র অর্থের অপচয় নয়, শ্রম আইন লঙ্ঘন করে মানবতার অপমান করেছে। কমনওয়েলথ গেমসের জন্য যে

ভিলেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার জন্য ৪ লাখের অধিক কর্মচারী নিয়োগ হয়েছিল। তার জন্য ৪ লাখের অধিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এই কর্মচারীদের যে মজুরি দেওয়া হত তা ছিল অমানবিক। দক্ষ শ্রমিকদের ১২০–১৩০ টাকা, অদক্ষ শ্রমিকদের ৮৫ টাকা–১০০ টাকা ৮ ঘন্টা কাজের জন্য। ১২ ঘন্টা কাজের জন্য মজুরি ছিল ১৩৪–১৫০ টাকা। ৫০ জন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছিল কিন্তু তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। এই অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায় দেয় যে কমনওয়েলথ কমিটি শ্রম আইন ও মানবতার অপমান করেছে।

কমনওয়েলথের জন্য ৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে বলে কমনওয়েলথ কমিটি জানিয়েছে। কিন্তু তার অর্ধেক টাকা সুরেশ কালমাডির পকেটে গিয়েছে বলে সিবিআই চার্জশিট দিয়েছে। ক্রীড়া মন্ত্রক কালমাডির কন্যা জামাই–এর সংস্থা হোবাএস স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড কে বেআইনী ভাবে ১৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়। এই দুর্নীতির মামলায় সুরেশ কালমাডির পাশাপাশি, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত, সোনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট ভাদরার নাম উঠে আসে। কমনওয়েলথ সংগঠনের সচিব আমলা ললিত বনিত, প্রসার ভারতীর যুগ্ম অধিকর্তা এম রামচন্দ্র সিবিআই চার্জশিটে অভিযুক্ত হয়। কালমাডি সহ অন্যান্য অভিযুক্তরা তিহার জেলে বন্দি। কমনওয়েলথ ভিলেজ এতটাই নিম্নমানের ইমারতি দিয়ে তৈরি হয়েছিল যে গেমস চলাকালিন ভিলেজের কোন কোন অংশ ভেঙে পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সুনাম নষ্ট হয়।

২০১৪: কেমন কাটল রাজনীতিক থেকে আদার ব্যাপারীদের

পার্থসারথি গুহ

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও একটা বছর। পুরনো অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে বেশ কিছু নয়া আইটেম ইতিমধ্যে জুড়ে গিয়েছে এই বছরভরে। আবার এটাও ঠিক অনেক আগে ফেলে দেওয়া কিছু ব্যাপারস্যাপারও ফের মাথাচাড়া দিয়েছে এই ২০১৪ সালে। কারও কাছে এই বছরটা হয়তো চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আবার কেউ কেউ যত দ্রুত সম্ভব এই বছরটাকে ভুলে যেতে চাইবে। কারণ যাবতীয় শাকের করাত হয়তো বা তাদের জীবনে এই বছরেই জায়গা করে নিয়েছে। তাই পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করলেও এই বছরটার কোনও কিছুই এরা মনে রাখতে চাইছেন না। বরং কবে যে একটা নতুন বছর আসবে তার প্রতীক্ষা চলছে জোরকদমে। যারা এই বছর দুহাত ভরে সব কিছু পেয়েছেন তারাও কী নতুন বছরকে স্বাগত জানাবেন না? নিশ্চয়ই জানাবেন। এই সব পেয়েছি গোষ্ঠী আরও ভালো একটি বছর আশা করে থাকবেন নিঃসন্দেহে। কারণ এটা তো আর ক্রিকেটের মতো ল্য অফ অ্যাভারেজের ব্যাপার নয়। এও নয় যে একটা ভালো ব্যাটিং বা বোলিংয়ের পরের ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়তে হল। এটা হল ঘোর বাস্তবতার ভিতের ওপর গড়ে ওঠা জীবন। যেখানে সুযোগ অনেকাংশেই বেশি। ফিল্মের মতো এক শটে ওকে না হলে আবারও রি–শট দেওয়ার ভরপুর সুযোগ থেকে যায়। তবে এ কথা অনস্বীকার্য। এই জীবন নামক পাঁচালিতে বারেবারে ভালো সময় নাও আসতে পারে। যত দিন গড়ায় আগের ভালো স্মৃতি ফিঁকে হয়ে সেখানে উঁকি দিতে শুরু করে রাজ্যের ব্যাড প্যাচ বা খারাপ সময়ে। এই দেখুন ক্রিকেট এদেশের রক্তমজ্জায় এতটাই মিশে গিয়েছে যে বারেবারে কোনও উপমা দেওয়ার সময় হলেই ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রিকেট দুনিয়া থেকে ধার নেওয়া কিছু চালু শব্দ। এই জন্যই মনে হয় প্রবাদ বাক্য গড়ে উঠেছে যে মানুষ অভ্যাসের দাস।।

যাক উপসংক্রমণিকা বলুন আর ভনিতা বলুন অনেক কিছুই করা হল আপনাদের মানে আলিপুর বার্তার সুধী পাঠকবৃন্দের সঙ্গে। যেহেতু এই কলমটা রাজনীতি কেন্দ্রীক তাই হয়তো আপনারা এখন থেকেই উসখুশ করা শুরু করে দিয়েছেন। জানি তো, এটাই স্বাভাবিক। একে বাঙালি, তারওপর শীতরঞ্জিত বঙ্গভূমি। স্বাভাবিকভাবেই চায়ের দোকান, ট্রেন–বাস, রাস্তা কিংবা অফিস–কাছারি সর্বত্রই শুরু হয়ে গিয়েছে তুফানি আড্ডা। না এই আড্ডায় কোনও তুফান তোলা ঠাণ্ডা তরল পদার্থের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলার কথা। সত্যিই বাঙালির তো এতেও জুড়ি মেলা ভার। সারা পৃথিবীতে একমাত্র ফরাসিরা বাদে এত সংবেদনশীল আড্ডার

মেজাজে থাকা জাতি কজন বা দেখেছে। ভূ–ভারতে তো জুড়ি মেলা বার। তা এহেন বাঙালির চায়ের সঙ্গে এই বছরটা টা হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে সারদা কেলেঙ্কারি এবং তৎ সংলগ্ন নানা খবর। যদিও এই সারদা কেলেঙ্কারির নাটক পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে বিগত ২০১৩ সাল থেকেই। ওই বছরের এপ্রিলে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন গ্রেফতার হওয়ার পরে এই নাটকের শুরু। তারপর তো এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত যা ঘটে চলেছে তা রীতিমতো ইতিহাস। এক প্রথম শ্রেণির দৈনিক তো আদা–জল খেয়ে নেমেছে এই কেলেঙ্কারিকে জনসমক্ষে আনতে। এও বলা চলে এই বছরের এক বড় প্রাপ্তি। কারণ রাজনীতি, আর্থ–সামাজিক, সাংস্কৃতিক মনোবিকাশের পাশাপাশি এই সংস্থাই ভেতো বাঙালিকে বিজ্ঞান সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করে এসেছে দিনের পর দিন। বলা যেতে পারে চায়ের দোকানের তর্কে জায়গা করে নিতে এই সংবাদপত্রের জুড়ি মেলা ভার। সেই বড় গোষ্ঠী অন্য সবকিছু সংবাদকে পিছনে ফেলে শুধু সারদা নিয়ে পড়ায় একটু হলেও দরিদ্র হয়েছি আমরা। অন্তত এ বছরের নিরিখে তো বটেই। যাদের সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক পড়ার অভ্যাস আছে তারা হয়তো অন্যান্য খবর সম্পর্কে আপ–টু–ডেট থেকেছেন। গড়পড়তা বাঙালিকে কিন্তু নিরাশ থাকতে হয়েছে এ বছর। এ তো পাঠককূলের কথা। এবার একটু দেখে নেওয়া যাক বাংলা, ভারত এবং সর্বোপরি সারা বিশ্বমগুলির প্রেক্ষিতে কেমন কাটল এই বছর–২০১৪। সবার আগে যদি 'হোম সুইট হোম'অর্থাৎ আমাদের সুজলা

সুফলা এই বাংলার দিকে তাকানো যায় তবে দেখা যাচ্ছে এই বছরটা যে কোনও মতে ভুলে যেতে চাইবে এই রাজ্যের শাসক দল। বস্তুত এই বছরটা তাদের কাছে এক বিভীষিকার বছর। দুঃস্বপ্নেও যা ফিরে আসবে আগামী বেশ কিছু দিন। এই বছরেই কিনা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের এক দাপুটে মন্ত্রীকে যেতে হল শ্রীঘরে (যদিও শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র জেল কাস্টডিতে না থেকে শয়ন করছেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এসএসকেএমের– উডবার্ন ওয়ার্ডে)। রাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার হতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই ছবি বিরলতম। অন্তত স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্যে নানা দলের সরকার আসা–যাওয়া করলেও এইরকম খারাপ অভিজ্ঞতা কারো হয়নি।

শুধু পরিবহনমন্ত্রী বলে নয়, তৃণমূল দলের মাথা থেকে লেজ সবাইকে রীতিমতো সমস্যায় ফেলেছে এই সারদা চিটফান্ড মামলা। এই বছর তৃণমূলের কাছে আরও খারাপ হয়ে থাকবে এই কারণে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত সরকারের বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে। সারদা মামলায় যে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে তাও সেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। এই বছরেই শীর্ষ আদালতের কাছে এই ব্যাপারে ঠোক্কর খেতে হয়েছে রাজ্যের শাসক দলকে। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের স্ট্র্যাটেজি নিয়েও অনেকে দায়ী করছেন রাজ্য সরকারের ভুল নীতিকে। প্রথম থেকে একমাত্র এই রাজ্য সরকারই সারদা মামলায় সিবিআই আসার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছিল। যদিও পরে তা ধোপে টেকেনি। মদন মিত্রের মতোই তৃণমূল সাংসদ সৃঞ্জয় বসু, প্রাক্তন আইপিএস তথা দলের নেতা রজত মজুমদারের মতো অনেকেই কারাগারে জায়গা করে নিয়েছেন। আরও বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণির দলীয় নেতাকেও গ্রেফতার হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে দলের নাম্বার–২ হিসেবে পরিগণিত এক নেতাও রয়েছেন। সবদিক থেকে ২০১৪ তৃণমূল দলের পক্ষে এক নারকীয় বছর হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। যেখানে ২০১১ সাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরিতে বিবেচিত হয় সেরা বছর হিসেবে সেখানে ২০১৪ হয়তো সবথেকে কালা বছর হিসেবে স্থান পাবে। যত দ্রুত সম্ভব এই খারাপ বছরটিকে দূরে সরিয়ে আশার হাতছানি দেওয়া নয়া বছরের বৃত্তে প্রবেশ করতে চাইবেন ঘাসফুলের সকল ব্যক্তিরা।

তা বলে কী এই বছরটা সকলেরই এমন খারাপ কাটল? দেশের দিকে তাকালে প্রথমেই আমাদের নজরে আসবে যে রাজধানী দিল্লির দিকে সেখানকার বর্তমান অধিপতি নরেন্দ্র মোদির জীবনের হয়তো সেরা বছর হিসেবে চিহ্নিত হবে ২০১৪। কারণ, এই বছরেই ১০ বছরের কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপি। শুধু দেশের ক্ষমতা দখল করাই নয়, যে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতা পেয়েছে তাতে থরহরি কম্পমান দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল। ২০১৪ খারাপ কেটেছে কংগ্রেসের জন্য। কারণ মোদি ঝড়ে তারা কার্যত বামনে পরিণত হয়েছে এই বছর। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। দক্ষিণী রাজনীতিতেও এই বছরের গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। এই ২০১৪ তেই তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাকে জেলে যেতে হয়েছে। অবশ্য সেক্ষেত্রে চিটফান্ডজনিত কোনও কারণে তিনি শ্রীঘর বাস করেননি। আয় বহির্ভূত সম্পত্তির জন্যই জয়ললিতাকে জেলযাত্রা করতে হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ২০১৪ সালটিকে ভুলে যেতে চাইবেন এআইএডিএমকে নেত্রী কুমারী জয়ললিতা। আমাদের পড়শী রাজ্য বিহারে অদ্ভুত এক রাজনৈতিক সমীকরণ চোখে পড়েছে এই বছরেই। মোদি ঝড়ের কারণ হিসেবেই এক সময়ের প্রবল দুই প্রতিপক্ষ লালুপ্রসাদ যাদব এবং নীতিশকুমার হাতে হাত মিলিয়ে লড়াইয়ের মঞ্চে সামিল হয়েছেন। বলাই বাহুল্য এদের একমাত্র প্রতিপক্ষ হল মোদি–অমিত শাহের ভারতীয় জনতা পার্টি। লালু–নীতিশের সঙ্গে তাদের অনেক দিনের পুরনো জনতা দলের বন্ধু মুলায়ম সিং যাদব, দেবেগৌড়াও একজোট হয়েছেন। ২০১৪ এবং তামাম বিশ্ব এই চিত্রের দিকে তাকালে প্রথমেই নজরে আসবে প্রতিবেশী পাকিস্তানের পেশোয়ারে যে নারকীয় শিশু হত্যা সংগঠিত হল তার দিকে। মাত্র কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া এই কলঙ্ক সারা বিশ্ব ভুলতে চাইবে যত দ্রুত সম্ভব। সামনের বছরে শুভ কামনা হিসেবে এদেশের কোটি কোটি নাগরিকের প্রাপ্তি হতে চলেছে আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫–এ দিল্লিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আগমন বার্তা।

সাজেশন ২০১৫
বিষয়–প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

ভয় নেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ

1. যে কোনও দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। 1×10=10

1.1 একটি পরমাণুর নাম লেখ যার ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক সংখ্যা অভিন্ন।

1.2 S.I পদ্ধতিতে তাপের এককের নাম লেখ।

1.3 রৈখিক বিবর্ধনের মান এক এর চেয়ে বড় হলে প্রতিবিম্ব দৈর্ঘ্য ও বস্তুর দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে?

1.4 ফিউজ তার বৈদ্যুতিন লাইনে কোন সমবায়ে যুক্ত থাকে?

1.5 কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মির বেগ আলোর বেগের সমান?

1.6 একটি পরমাণু থেকে অপর পরমাণুতে ইলেক্ট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে যে প্রকার বন্ধনের সৃষ্টি হয় তাকে কী বলা হয়?

1.7 Mg−2e—Mg++ এটি জারণ প্রক্রিয়া, না বিজারণ প্রক্রিয়া?

1.8 পরমশূন্য উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হলে চাপের মান কত হবে?

1.9 একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নাম লেখ।

1.10 জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়?

1.11 প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায়16 গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন কত?

1.12 তামার কুচির সঙ্গে বিক্রিয়ায় বাদামীবর্ণের গ্যাস উৎপন্ন করে যে অ্যাসিড তার নাম লেখ।

1.13 ব্লিচিং পাউডারের একটি ব্যবহার লেখ।

‘খ’ বিভাগ

2.1 সৌরজগৎ ও পরমাণুর গঠনের মধ্যে একটি সাদৃশ্য ও একটি বৈসাদৃশ্য উল্লেখ কর। 2

2.2 নিউক্লিয় বল কাকে বলে? নিউক্লিয় বল আকর্ষণী বল না বিকর্ষণী বল? 1+1

2.3 গ্যাস সম্পর্কিত বয়লের সূত্রটি বিবৃত কর। বয়েলের সূত্রের গাণিতিক রূপটি লেখ। 1+1

2.4 39/19×পরমাণুটিতে ইলেকট্রন ও নিউট্রনের সংখ্যা কত? 2

3.1 ইলেকট্রন ও প্রোটন আধানযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমাণু নিস্তড়িৎ হয় কেন? 2+2

3.2 আইসোটোপ কাকে বলে? ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপের নাম লেখ 1+1

3.3 760 mm চাপে00C উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ গ্যাসের আয়তন300cc ওই চাপে5460 C উষ্ণতায় ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে? 2

4.1 পরমানু ও আয়নের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ? 2

4.2 পরমশূন্য স্কেল কাকে বলে? কেলভিন স্কেলে এর মান কত? এই স্কেলে চার্লসের সূত্রের গাণিতিক রূপটি লেখ। 2+1+1

4.3 Na+ আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসটি লেখ(Na =11) 2

5.1 অ্যাভোগাড্রো সূত্রটি লেখ। অ্যাভোগাড্রো সূত্র থেকে আমরা কি কি জানতে পারি? 1+2

5.2 অক্সিজেনের আণবিক ভর32 কথাটির অর্থ কী? আণবিক ভরের কী একক আছে?

5.3 কত গ্রাম $CaCo_3$ এর সাথে অতিরিক্ত লঘু HCl বিক্রিয়া করে 66 গ্রাম Co_2 উৎপন্ন করবে? 2

‘গ’ বিভাগ

6.1 শর্তসহ ক্যালরিমিতির মূলনীতিটি লেখো। 1+2

6.2 কোনো বস্তুর তাপগ্রহিতা 100 cal/0c হলে ওই বস্তুর জলসম কত? 1

6.3 50 গ্রাম জলের উষ্ণতা1000C থেকে200C হলে কী পরিমাণ তাপ বর্জিত হবে? 2

6.4 ‘একক ভরের বস্তুর তাপগ্রহিতা বস্তুটির আপেক্ষিক তাপের সমান’—ব্যাখ্যা কর। 2

7.1 উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষ, ফোকাস দূরত্বের সংজ্ঞা লেখ। 2

7.2 একটি বস্তুকে একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে রাখলে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি ও আকার কীরূপ হবে? চিত্র দাও। 3

7.3 শূন্যমাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না কেন? আলোর বিচ্ছুরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ দাও। 2+1

8.1 সিসার আপেক্ষিক তাপ 0.03 ক্যালরি/গ্রাম0C বলতে কী বোঝায়? একই উষ্ণতায় এক গ্রাম লোহা এবং এক গ্রাম তামা কি একই পরিমাণ তাপ ধারণ করে? ব্যাখ্যা কর।1+2

8.2 কোনো একদিন তোমার দেহের তাপমাত্রা ছিল1040F সেলসিয়া স্কেলে এই পাঠ কত? সেলসিয়াস স্কেলে প্রাথমিক অন্তর কত? 2+1

8.3 অনুবীক্ষণ যন্ত্রে লেন্সের কোন্ ধর্মকে কাজে লাগানো হয়? কোন্ বর্ণের আলোর চ্যুতি বেশি? 1+1

9.1 ওহমের সূত্রটি লেখ। ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা দাও। রোধের একক কি? 2+1+1

9.2 কোষের তড়িৎচালক বল ও বিভবপ্রভেদের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। বিভবপ্রভেদের S.I একক কী? 2+2

9.3 রোধাঙ্কের S.I পদ্ধতিতে এককের নাম লেখ। 1

10.1 তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলি লেখ। 3

10.2 কীভাবে একটি বৈদ্যুতিক মোটরের শক্তি বাড়ানো যায়? 2

10.3.1 সমান রোধবিশিষ্ট দুটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে একই সময়ের জন্য তড়িৎ পাঠালে দেখা যায় যে একটিতে উৎপন্ন তাপ অপরটিতে উৎপন্ন তাপের 9 গুন। পরিবাহী দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহমাত্রার অনুপাত নির্ণয় করো। 2

10.3.2 অ্যাম মিটারের সাহায্যে কী মাপা হয়? 1

11.1 কার্য অপেক্ষক কাকে বলে? ডায়োডভালবের একটি ব্যবহার লেখ। 2+2

11.2 X−রশ্মি তৈরি করা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে? X−রশ্মির একটি ব্যবহার লেখ। 1+1

‘ঘ’ বিভাগ

12.1 আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখা। নিষ্ক্রিয় মৌলগুলি পর্যায় সারণীতে কোন্ শ্রেণীতে অবস্থিত? 1+1

12.2 A পরমাণুর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক13 হলে মৌলটি পর্যায় সারণীর কোন্ পর্যায় ও কোন শ্রেণীতে অবস্থান করবে? 2

12.3 কোনও পর্যায়ের বামদিক থেকে ডানদিকে গেলে পরমাণুর আকারের কী পরিবর্তন হবে? হাইড্রোজেন ও হ্যালোজেন শ্রেণীর মৌলের মধ্যে একটি সাদৃশ্য লেখ।1+1

13.1 তড়িৎযোজী ও সমযোজী যৌগের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য লেখ। 2

13.2 ইলেকট্রন ডট গঠনের সাহায্যে দেখাও ক্যালসিয়াম অক্সাইডে সমযোজী না তড়িৎযোজী বন্ধন গঠন হয়। 2

13.3 x ও y পরমাণু দুটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক যথাক্রমে 1 এবং17 হলে x ও y দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত কি হবে? 2

13.4 দীর্ঘ পর্যায় সারণীর কোন শ্রেণীতে ক্ষারধাতু এবং মুদ্রাধাতুগুলি অবস্থিত? 2

14.1 ইলেকট্রনীয় তত্ত্বের সাহায্যে কোন ক্ষেত্রে জারণ–বিজারণ হয় ব্যাখ্যা কর। জারক ও বিজারক পদার্থকে চিহ্নিত কর— 2+2

$2FeCl_3+SnCl_2=2FeCl_2+SnCl_4$

14.2 জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ ক্যাথোড ও অ্যানোডে উৎপন্ন পদার্থের নাম লেখ। সমীকরণ সহ। 2+2

15.1. স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ কর— (i) সালফার ডাই অক্সাইড থেকে সালফার ট্রাই অক্সাইড প্রস্তুতির শর্তসহ শমিত সমীকরণ (ii) সালফার ট্রাই অক্সাইডকে সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করণ (11/2+11/2)

15.2 হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে শুষ্ক করতে P_2O_5 ব্যবহার করা হয় না কেন? হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে কীভাবে সনাক্ত করবে? (শমিত সমীকরণসহ) 2+2

15.3 সোনার কারখানায় উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাসটির নাম লেখ।1

16.1 কী ঘটে বর্ণনা করো (বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ দাও)

(i) ধাতবZn সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের গাঢ় জলীয় দ্রবণ সহযোগে ফোটানো হল

(ii) বেরিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হল।(11/2+11/2)

16.2 অ্যালুমিনিয়ামের একটি আকরিকের উদাহরণ দাও। স্টেনলেস স্টিলে ধাতু সংকরে উপাদান ধাতুগুলির নাম লেখ। 1+1

16.3 বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভ মেলাও

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) ন্যাপথলিন	a) $Na_2Co_3, 5H_2O$
(ii) ভিনিগার	b) $Ca(OH)_2$
(iii) কাপড় কাচা সোডা	c) CH_3CooH
(iv) রেকটিফায়েড স্পিরিট	d) $Co(NH_2)_2$
(v) কলিচুন	(e) C_8H_{10}
(vi) ইউরিয়া	(f) C_2H_5OH

17.1 জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। 2

17.2 গঠনগত সমাবয়কতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। 2+1

17.3 ‘ইথিলিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন’—ব্যাখ্যা কর। 2

17.4 –COOH গ্রুপের একটি জৈব যৌগের নাম লেখ। 1

অচিন্ত্য কুমার খাঁ
সহশিক্ষক
পাঁচুর হাই স্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক)
পো : বিধানগড়, থানা : রবীন্দ্রনগর
কলকাতা ৭০০ ০৬৬
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মোবাইল নং ৯৪৭৭২০৪১১৭

বকুল অমাবস্যায় তারাপীঠে যজ্ঞ করলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষী তপন শাস্ত্রী

কুনাল মালিক

তারাপীঠ : গত ২১ ডিসেম্বর বকুল অমাবস্যার দিন তারাপীঠে মানুষের ঢল নেমেছিল। হোটেল–লজে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। কৌশিকী ও বকুল অমাবস্যায় প্রতিবছরই হাজার হাজার পুন্যার্থী তারাপীঠে ভীড় জমান। মন্দির চত্বরে ছিল আঁটো সাঁটো পুলিশি ব্যবস্থা। লম্বা লাইন দিয়ে মানুষ মন্দিরে ও শ্মশানে মায়ের পাদপদ্মশিলায় পুজো দেন। সকাল থেকে নানা ভান্ডারায় নরনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যার পর শ্মশান জুড়ে সাধু সন্ন্যাসীরা এবং প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক–জ্যোতিষীরা হোম যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। আগের দিন সন্ধ্যায় তারাপীঠে আসেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষী তপন শাস্ত্রী। তিনিও জগতের মঙ্গল কামনায় ও তাঁর অগণিত ভক্তের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর শিষ্যরা যজ্ঞে আহুতি দেন। তপন শাস্ত্রী বলেন, বছরের বিশেষ তিথি ও শুভক্ষণে তিনি তারাপীঠে আসেন। ভক্তদের জন্য আমার দ্বার অবারিত। খুব শীঘ্রই তিনি জ্যোতিষ ও তন্ত্র সাধনার ওপর সেমিনারে যোগ দিতে শ্রীলঙ্কা ও আমেরিকা যাবেন। উপস্থিত অনেক ভক্তবৃন্দ তপন শাস্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সাগরে কানাইলাল ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়ী স্টার ক্লাব

অশোক কুমার মণ্ডল

সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : সাগর ব্লকে মৃত্যুঞ্জয়নগর বিশালাক্ষী মিলন পরিষদের পরিচালনায় ৺কানাইলাল স্মৃতি ও ধসপাড়া সুমতিনগর–২ গ্রাম অংশ গ্রহণে চারদিন ব্যাপী জমজমাট পূর্ব নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি এই ফুটবল প্রতিযোগিতার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেছিলেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভরপুর টান টান উত্তেজনার মাঝখান দিয়ে ফাইন্যাল খেলায়—নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ায় টাই–বেকার পদ্ধতির মাধ্যমে স্টার ক্লাব ৪–২ গোলের ব্যবধানে মৃত্যুঞ্জয়নগর বিশালাক্ষী মিলন পরিষদকে হারিয়ে দিয়ে চাম্পিয়ানস্ ট্রফি লাভ করে। দাতা–বেরা এন্টারপ্রাইজের পক্ষে ফুটবলপ্রেমিকদ্বয় উত্তম বেরা ও দিলীপ বেরা চাম্পিয়ান স্টার ক্লাবের প্রধান কর্মকর্ত্তাদ্বয়—সৌমিত্র মণ্ডল ও নগদ ১৩ হাজার ১ টাকা তুলে দেন। ধসপাড়া সুমতিনগর ২ পঞ্চায়েতের প্রধান বিপিন পড়ুয়া রার্স বিশালাক্ষী মিলন পরিষদের দলীয় অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য স্বর্ণ কাপ ও নগদ ১১ হাজার ১ টাকা প্রদান করেন। স্টার ক্লাবের কুশলী খেলোয়াড় বিকাশ দাস ম্যান–অব–দি–টুনামেন্ট, বিশালাক্ষী মিলন পরিষদের খেলোয়াড় দ্বয় দিপু প্রামাণিক সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা এবং কালীপদ মুনিয়ান শ্রেষ্ঠ গোলকীপার হিসাবে নির্বাচিত হন। সুন্দরবন বাদাবনের চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত সাগর ব্লকের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রায় ২০ হাজার দর্শক ফাইন্যাল খেলা দেখবার জন্য মাঠে উপস্থিত ছিলেন। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ বালেশ্বর, প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতি—সুশান্ত মণ্ডল, সম্পাদকদ্বয় দ্বিজেন গোল ও ভরত চন্দ্র মণ্ডল, প্রাক্তণ ফুটবলার ত্রয়—বিমল কুমার বাগ, সরোজ কুমার মণ্ডল, সুধাংশু শেখর গিরি ও রাজেন্দ্র নাথ খাড়া ফুটবল খেলার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন।

চকদৌলতে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের নয়া শাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৯ ডিসেম্বর সাতগাছিয়া বিধানসভার চকদৌলত গ্রামে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক তার শাখা ও এটিএম কাউন্টারের উদ্বোধন করল। ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর টি কে শ্রীবাস্তব ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, বজবজ–২নং পঞ্চায়ত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস প্রমুখ। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর টি কে শ্রীবাস্তব বলেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের শাখা আছে। ইতিমধ্যেই তাদের ব্যাঙ্ক ১৩ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

চকদৌলতে মানুষদের সবরকম পরিষেবা দিতে তারা দায়বদ্ধ। খুব শীঘ্রই চকদৌলত শাখাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে। চকদৌলত সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনীত মিশ্র সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক সরকারি স্তরে এক অভিনবত্ব চালু করেছে। এই ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় গেলে শুনতে পাবেন আপনার মন পছন্দ কোনও গান, যা মন ভালো করে দেবে।

গোটা দেশের গর্ব, বঙ্গসন্তান মহম্মদ রফিক

মলয় সুর, এক বঙ্গসন্তানের গোলে জিতল অ্যাটলেটিকা দি কলকাতা। এক দুর্দান্ত, বর্ণময় পরিবেশে মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে আইএসএলের টুর্নামেন্টের ফাইনালে মাস্টার ব্লাস্টার শচীনের কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে কর্নার থেকে রফিকের হেড জালে জড়িয়ে পড়তেই গ্যালারিতে লাফিয়ে উঠে মুষ্টিমদ্ধ হাত উপরে ছুঁনে দিয়ে উচ্ছাসে ফেটে পড়েছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। আনন্দে আত্মহারা অ্যাটলেটিকা দি কলকাতার সদস্যরা। আর মাঠের ধারে তখন সতীর্থদের ভালবাসায় চিড়ে চ্যাপ্টা রফিক। মহম্মদ রফিকের বাড়ি সোদপুর কল্যানী হাইরোড ছাড়িয়ে বোদাই গ্রামে। তাঁর প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়ির কাছে মুরাগাছা শশীভূষণ মিলন সংঘ্য ক্লাবের কর্তা সমীর চ্যাটার্জ্জীর কাছে ফুটবলে হাতে খড়ি হয়। এরপর ২০০৭ সালে কলকাতা দ্বিতীয় ডিভিশন রেনবো ক্লাবে খেলা শুরু করে। তারপরের বছর সুপার ডিভিশন দল টালিগঞ্জ ক্লাবে নিয়মিত খেলেন। এরপর একে একে ২০১০–এ চিরাগ ইউনাইটেড স্পের্টস এবং প্রয়াগ ইউনাইটেডের হয়ে খেলেছেন। এছাড়া অনুর্ধ ১৯ জাতীয় মীর ইকবাল ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলায় চেনা গিয়েছিল ওর প্রতিভা। এমনকি কলকাতা টালিগঞ্জে চারুচন্দ্র কলেজে পড়াকালীন ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্টে তিনবার কলেজকে চ্যাম্পিয়ন করেন। ওর ছোট ভাই মহম্মদ ফরিদ ও ওই কলেজের ছাত্র। সে এখন কালীঘাট মিলন সংঘের ফুটবলার। রফিকরা চার ভাইবোন। চলতি মরশুমে ভাল খেলার সুবাদে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলছে মহম্মদ রফিক, এদিকে তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা বন্যা। এর মধ্যেই শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল দল ফেডারেশন কাপ খেলতে গোয়া উড়ে যাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল কোচ আর্মান্দো কোলাসো ২০ জনের দলে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। যদিও ইস্টবেঙ্গল আপফ্রন্টে রয়েছেন ডুডু,র‌্যান্টি। এছাড়া মাঝমাঠে টুলুঙ্গা, লালরিনডিকা, জোয়াকিম, মেহতাব, খাবরাদের টপকে রফিককে প্রথম দলে জায়গা করতে হবে। তাঁর বাবা মহম্মদ আবুল কাসেম কামারহাটি জুট মিলের স্পিনিং বিভাগের কর্মী। মা রাজিয়া বিবি। আবুল কাসেম জানালেন, আমি নিজেকে যথেষ্ট গর্বিত মনে করছি। আমার জীবনে এদিনটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েই থাকবে। সেই কারণে জুট মিলে প্রথম টানা ছুটি নিয়েছি। রফিকের এর আগের সাফল্য বলতে ডুরান্ড কাপে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গোল করেছিলেন। সেটা ২০১০ সাল। তখন খেলেছিলেন চিরাগ ইউনাইটেডের হয়ে। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল এবং ফাইনালে জেসিটি–র বিরুদ্ধে তাঁর গোলে জিতেছিল চিরাগ। এর দিন বছর পরে প্রয়াগ ইউনাইটেডের হয়ে খেলে আইএফএ শিল্ড আসে। সে অ্যাটলেটিকো দলের কোচ হাবাসের পছন্দের তালিকায় ছিলেন না প্রথমদিকে। খেলার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন রফিক। সেই রফিকই শেষ পর্যন্ত গোল করে ট্রফি জিতিয়ে কোচ হাবাসও কর্তাদের মাথা উঁচু করলেন। সে বদলি হিসাবে ৩০ মিনিট মাঠে নামে। রফিক জানান, গোল করে ট্রফি জিতব এতটা ভাবিনি। দারুণ লাগছে। বলতে পারেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২০১৩ সালে চাকরি পেয়েছে। জয়টা সে কলকাতার মানুষ ও সতীর্থদের উৎসর্গ করেছে। সবচেয়ে তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য দাদা সৌরভ গাঙ্গুলীর অনুপ্রেরণার কথা। ম্যাচের পরও এসে পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। এটাই তো বড় প্রাপ্তি।

যুবচেতনার উন্মেষে...

প্রকৃত কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে ডায়মন্ড হারবারের বুকে অ্যাপ্রোপিয়েট আকাদেমি রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে। পড়াশুনার নানা ধরনের শিক্ষামূলক কোর্স ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হল কম্পিউটার ট্রেনিং। জেলার যুবচেতনার বিকাশে এই প্রতিষ্ঠান বরাবর উদ্যোগ নিয়ে আসছে। পড়াশুনার বৃত্তের বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের নানা সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করাতেও উৎসাহ জোগায় অ্যাপ্রোপিয়েট আকাদেমি। সম্প্রতি তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক পথমিছিলে সমবেত হয়েছিল জেলার যুব প্রতিভাদের এক বড় অংশ। এই মিছিলে তারই ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।

সত্যমেব জয়তে

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate
South 24 Parganas, Alipore, Kolkata-700027

ORDER

WHEREAS the Ganga Sagar Mela-2015 will attract a huge number of pilgrims, tourists, saints etc. to the Sagar Island;

AND WHEREAS it is expected that there would be heavy movement of persons to Sagar island and on the approach routes both on land and water;

AND WHEREAS it is apprehended that plying / movement of any sort of unauthorized country boats/mechanized boats / fishing trawlers carrying number of pilgrims;

AND WHEREAS it is considered necessary to prevent any accident on water, a direction u/s 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act 2 of 1974) is hereby issued and I, Ashoke Kumar Das, WBCS (Exe.) do hereby order that no country boat, mechanized boat or fishing trawler shall ply/move with passengers/pilgrims/visitors from Haraghat, Kulpi Ghat, Karanjali Ghat No. 5, Nischintapur Ghat, Purapura Ghat, Falta Ghat, Raichak Ghat, Jetty Ghats, Steamer Ghats, and other similar Ghats/ embankments etc. in the neighboring districts of North 24 Parganas, Howrah, Purba Medinipur & Kolkata ect. During the period of Ganga Sagar Mela -2015. All ferries, boat services, plying of watercrafts/boats of all kinds from/to Namkhana Police Station, Kakdwip Police Station and Patharpratima Police Station areas to /from any point in the jurisdiction of Sagar Police Station will remain suspended during the Mela period, save and except the boats/ vessels under West Bengal Surface Transport Corporation Ltd. And Hooghly Nadi Jalpath Paribahan Samabay Samity Ltd. In the Lot 8-Kachuberia route and the authorized launches of the Bengal Launch Owners' Association in the Namkhana-Chemaguri route. No launch, trawler, boat, country boat, mechanized boat will be allowed to pick-up or drop pilgrims, visitors, passengers in Sagar island at any point on land and water except the West Bengal Surface Transport Corporation Ltd. And Hooghly Nadi Jalpath Paribahan Samabay Samity Ltd. Or the authorized launches of the Bengal Launch Owners' Association as mentioned above.

This order will remain in force from 11/01/2015 06.00 AM to 16/01/2015 06.00 PM (both days inclusive).

Any person aggrieved by this order is at liberty to appear before the undersigned and pray for a modification of the order.

District Information & Cultural Officer is informed for wide publicity.

All concerned be informed.

Sd/-
Addl. District Magistrate (General)
South 24-Parganas, Alipore
&
Mela Officer, Ganga Sagar Mela

১৫২৭(৪)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৪.১২.১৪

অবলুপ্তির পথে

ভারতবর্ষের খেজুরিস্থিত প্রথম ডাকঘর

অশোককুমার মণ্ডল, খেজুরি, পূর্বমেদিনীপুর : বর্তমানে খেজুরি (খেজুরি থানা) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল। পৃথিবীর মানচিত্রে প্রায় ২১.৪০১০´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২০ উত্তর অক্ষাংশ ৮৭.৪৫১৪´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮২.৫৮০৮´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পূর্বে সাগরদ্বীপ, পূর্ব দিকে কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হুগলি নদীর মোহনা, উত্তরে রসুলপুর নদী (পশ্চিম সীমারেখা) হিজলী টাইডাল ক্যানেলের সম্প্রসারিত অংশ ওড়িশা কোস্ট এবং ক্যানেল এবং কাঁথি, বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে হুগলি বা ভাগীরথী যেখানে সংযুক্ত হয়েছে। সেই সরল রেখা বরাবর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত খেজুরি।

হুগলি নদীর মোহনার উভয় পাশে––মহিষাদল, গুমগড়ে দরো, ক্যাওড়ামাল, কাকদ্বীপ, সাগর প্রভৃতি যে অসংখ্য ছোটবড় চর বা দ্বীপ যেভাবে গজিয়ে উঠেছিল বা গজিয়ে উঠেছে ঠিক এই রকম পদ্ধতিতেই দ্বীপ হিজলী ও দ্বীপ খেজুরির ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। খেজুরির ভূমিপুত্র প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রণেতা প্রয়াত মহেন্দ্র নাথ করণ তাঁর লিখিত ''হিজলীর মসনদ্–ই–আলা'' গ্রন্থটিতে লিখেছেন––

''চারিদিকে লোনা পানি মধ্যেতে হিজলী

তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসলন্দী''।

উল্লেখ্য, ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা সর্বপ্রথম নৌপথে ভারতবর্ষের কালিকট আসেন। পাশাপাশি হিজলীতে পর্তুগিজরা প্রথমে আসে। হিজলীতে পর্তুগিজদের কুঠী ও গির্জা ছিল। ওই অঞ্চলে পর্তুগিজদের প্রাধান্য যে ব্যাপক ছিল তার প্রমান অধুনা খেজুরির গ্রাম নাম সভ্যতা সাংস্কৃতিক, লোকাচারে যেমন তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়িতেও প্রমান পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগর দিয়ে হুগলির মোহনায় ঢুকে এই অঞ্চল

ছবি : চণ্ডীচরণ মন্ডল

আক্রমণ করে বসবাসকারীদের লোকেদের যথাসর্বস্ব লুঠ করত–– জোর করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করত, কিছু লোককে দাসরূপে অন্যত্র বিক্রি করত, তাই হিজলীর নিকটবর্তী ভাগীরথীর মোহনার নামকরণ সমসাময়িক রচনাকাররা Rojuc's Rever বা দস্যুনদী রূপে দেখিয়েছেন, খেজুরির... গির্জাপুকুর বলে একটি জায়গা রয়েছে যার পাশাপাশি পুকুর বা কোন গভীর খাদ খননের, পর্তুগিজদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের নমুনা পাওয়া যায়। হিজলীর তাজ খাঁ মসনদ–ই আলার রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল খেজুরি দ্বীপ। খেজুরিতে মসনদ–ই–আলার দুর্গ অবস্থিত ছিল। সমৃদ্ধশালী শহর হিজলী বা নিজ কসবা সমুদ্র থেকে ৯ মাইল দূরে ছিল। এই ৯ মাইল স্থান বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান বাবা সাহেব মসনদ–ই–আলার মসজিদের পাশেই নদী বয়ে চলেছে।

বর্তমানে দেশের ডাক ও তার বিভাগের ঐতিহাসিক খেজুরির ডাকঘর কালের বিবর্তনে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার প্রমাণ এই ডাকঘরটি জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ে এখন একেবারেই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিতে চলেছে। তথ্য অনুযায়ী ১৬৭২ সালে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী ক্যাপ্টেন জেমস ''রেবেকা'' নামের এক জাহাজে পণ্য বোঝাই করে এসে ওঠেন খেজুরি বন্দরে। সমুদ্র থেকে অনতিদূরের নদী বন্দর খেজুরি ধীরে ইংরেজ আমলের ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। ব্যবসার সুবিধার জন্য এখানে গড়ে ওঠে বড় বাজার, ব্যবসায়ীদের বিশ্রাম কক্ষ, লাইট হাউস, আর পাশাপাশি গড়ে ওঠে বহির্বিশ্বের সঙ্গে খবর আদানপ্রদানের জন্য ডাকঘর সময়টা ১৮৫০ সালের আশেপাশে।

ভারতীয় তার (টেলিগ্রাফ) ব্যবস্থার আদি ওই ডাকঘর। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল–– গেজেট অব্ ইন্ডিয়া থেকে জানা যায় ভারতের সর্বপ্রথম তার যোগাযোগ ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল এই খেজুরি ডাকঘর থেকেই। ১৮৫১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডব্লু–বি–ও সাউসনেসে খেজুরি ও কলকাতার মধ্যে তার যোগাযোগ চালুকরার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পান। এর পরের বছরেই চালু হয় দেশের সর্বপ্রথম তার যোগাযোগ ব্যবস্থা খেজুরি থেকে কলকাতা ভায়া ডায়মন্ডহারবার, বিষ্ণুপুর, মায়াপুর ও কুঁকড়াহাটি।

৮২ মাইল লম্বা এই তার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথম অবশ্য চালু হয় খেজুরি থেকে কুঁকড়াহাটি পর্যন্ত। ডঃ ও সাউসনেসের উদ্ভাবিত ''টেলিগ্রাম'' সিমাফোর যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা পাঠানো হতো। পরে চালু হয় ''মসকোড'' পদ্ধতি। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার ২ থেকে ৩ বছরের পরেই বিধ্বংসী এক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে ভারতের প্রথম ডাকঘরটি। জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান তৎকালীন পোস্টমাস্টার ব্যাটেলার। তার স্ত্রী মেরী এবং পুত্র ইউজিন। একদা তিনতলা এই ডাকঘরের ভেঙেচুরে যাওয়া সিঁড়ি আর সিঁড়ির স্তম্ভটুকু ছাড়া বর্তমানে আর কোনও কিছুই অবশিষ্ট নেই।

খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা খেজুরির ভূমিপুত্র রনজিত মণ্ডল একান্ত সাক্ষাতকারে সংবাদ প্রতিবেদককে বলেন যে, সারা ভারতবর্ষের খেজুরিস্থিত অবলুপ্তির পথে সর্বপ্রথম এই ডাকঘরটির সংরক্ষণের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রদত্ত ১০ লক্ষ টাকা ডাকঘরটি সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত সেই অর্থের কোন হদিশ পাওয়া যায় নি।

খেজুরিতে অবস্থিত বাতিঘর, সাহেবদের গোরস্থান, লাইটহাউস, নীলকুঠী, টারবাইন সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংরক্ষণের জন্য পূর্বমেদিনীপুর জেলার সভাধিপতি থাকাকালীন পূর্বতন সরকারের নিকট দাবি করে লিপিবদ্ধ আকারে দিয়েছিলেন বলে বিধায়ক রনজিত মন্ডল জানান।

এছাড়াও খেজুরির ভগ্নপ্রায় এই ডাকঘর সহ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ''ইকো টুরিজমের'' প্রস্তাব ও দাবি রেখেছেন বলে জানান রনজিত বাবু। খেজুরি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অসীম মান্না অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ডাকঘরটির সিঁড়ি আর সিঁড়ির স্তম্ভটুকু ছাড়া বর্তমানে আর কোনও কিছুই অবশিষ্ট নেই। তিনি এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সংরক্ষণের জন্য জোরালো ভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাউল–কবিগানে ভরপুর বিশ্বভারতীর পৌষমেলা

সৌমিতা চৌধুরি, শান্তিনিকেতন:

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশ্বভারতীর পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ইন্টারনাল কোটা তুলে দেওয়ার জন্যে বিশ্বভারতীর আবহাওয়া এখন বেশ কিছুটা গরম এরই জেরে শান্তিনিকেতনের প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের পৌষমেলা কিছুটা কম জাকজমকপূর্ণ হয়েছে। ৭ই পৌষ থেকে মেলাটি শুরু হয় এবং চলে প্রধানত ১০ই পৌষ পর্যন্ত। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লী মাঠ সেটি মেলার মাঠ নামে পরিচিত সেখানে সারা দিন রাত ব্যাপী এই মেলা চলে।

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা একটি জনপ্রিয় মেলা যেটিতে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই মেলাটির পিছনে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কুড়ি জন শিষ্যকে নিয়ে ব্রাহ্ম ধর্মের দীক্ষা নেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগিশ–এর থেকে। তিনি এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় রাখার জন্য একটি মেলার আয়োজনের কথা ভাবেন। তার পর থেকে প্রতি বছর এই মেলা চলে আসছে। প্রথমে মেলার জায়গা অন্য ছিল বর্তমানে এই মেলা আকারে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭ই পৌষ ভোরবেলা থেকে শান্তিনিকেতনবাসীর ঘুম ভাঙে সানাই–এর আওয়াজে। এছাড়াও বৈতালিক ও উপাসনার মাধ্যমে এই দিন সকালে মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, ৮ই পৌষ (১৯২১) এ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে এই দিনটি বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় বিশ্বভারতীতে। বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল গান, ফকির গান, কবি গান, মনসামঙ্গল, পাঁচালী গান, ছৌ নৃত্য, লোকনৃত্য, যাত্রাভিনয়, লোকগান প্রভৃতি এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ। পূর্বে এই মেলা খরচা খোদ রবীন্দ্রনাথ দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মেলায় স্টল দেওয়ার জন্য কিছু টাকা দিতে হয়। পৌষ মেলা গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটায়।

দেশ–দেশান্তরে

হট্টগোলে নির্মম ভাবে মারা পড়ছে বিরল পাখির প্রজাতি

সুমন্ত ভৌমিক : আধুনিক সভ্যতার হট্টগোলে নির্মম ভাবে মারা পড়ছে নানা পাখির প্রজাতি। নতুন এক সমীক্ষা যা কানাডার ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা চালিয়েছেন, তাতে দেখা গিয়েছে, নগর জীবনের তীব্র হট্টগোল, যানবাহন বা বিমানের শব্দ উড়তে শেখেনি এমন সব পাখির ছানার জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। প্রথমত এ জাতীয় পক্ষী শাবক মায়ের ডাক শুনতে পায় না। ফলে এসব ছানা অহেতুক অনাহারের মুখে পড়ে। অন্যদিকে সম্ভাব্য বিপদ অর্থাৎ শিকারিকে দেখতে পেয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য যে হুঁশিয়ারি জানায় মা পাখি তাও শেষপর্যন্ত ছানাদের কানে পৌঁছায় না। নাগরিক জীবনের হট্টগোল মোটেও অনুধাবন করতে পারছে না মা পাখিরা তার ছানাদের জন্য তাও দেখতে পেয়েছেন গবেষকরা। মা পাখি এবং বাসার ছানার মধ্যে বিরাজমান যোগাযোগ প্রক্রিয়া এ ভাবে ভেঙে পড়তে পারে বলেও জানিয়েছেন গবেষক অ্যান্ডি হর্ন। এদিকে প্রাণীকুলের আবাসিক অঞ্চল বা বন নষ্ট করার ফলে বিপদের মুখে পড়ছে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু প্রাণী প্রজাতি। এবারে মানুষের তৈরি হট্টগোলও নতুন বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে।

মহাকাশযান ধ্বংসে সক্ষম উপগ্রহ নিয়ে গবেষণা করছে রাশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত মহাকাশযানকে তাড়া করে ধরতে বা অচল বা ধ্বংস করতে সক্ষম উপগ্রহ নিয়ে গবেষণা করছে রাশিয়া। পশ্চিম উপগ্রহ পর্যবেক্ষকরা এ দাবি করেছেন। তারা বলছেন, গত বছরের ডিসেম্বরে রুশ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য তিনটি মহাকাশযান নিয়ে গিয়েছিল কোসমোস ২৪৯৯ নামের রকেট। এ কথা প্রথমে বলেছিল মস্কো। অথচ চতুর্থ আরেকটি বস্তু সে সময় এ রকেট থেকে নির্গত হতে দেখা গেছে। একে মহাকাশ জঞ্জাল হিসেবে সে সময়ে ধরে নিয়েছেন মার্কিন সেনাবাহিনী। অবশ্য চলতি বছরের মে মাসে রাশিয়া জানায় তারা তিনটি নয় চারটি উপগ্রহ পাঠিয়েছিল। এদিকে চতুর্থ উপগ্রহ যাকে প্রথমে 'জঞ্জাল' হিসেবে মনে করা হয়েছিল তাতে ইঞ্জিন বসানো আছে বলে দেখতে পেয়েছেন পর্যবেক্ষকরা। এ ইঞ্জিন ব্যবহার করে এটি কক্ষপথ পরিবর্তন করা সহ মহাকাশে নানা অস্বাভাবিক তৎপরতা চালিয়েছে। উপগ্রহ পর্যবেক্ষণে জড়িত পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা এসব তথ্য দিয়েছেন। যে রকেট একে মহাকাশে নিয়ে গিয়েছিল নভেম্বর মাসের ৯ তারিখে তার কাছে গিয়ে হাজির হয় এই জঞ্জাল। নিষ্ক্রিয় এ রকেটের কয়েক মিটারের মধ্যেই যেতে পেরেছিল এটি। উপগ্রহ পর্যবেক্ষণকারী রবার্ট ক্রিস্টি এ কথা জানিয়েছেন। কথিত এ 'জঞ্জাল'কে তিনি 'পরিদর্শক উপগ্রহ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। যে উপগ্রহ অন্য উপগ্রহের কাছে চলে যাওয়া এবং তার ছবি নেয়ার জন্য তৈরি হয় তাকে 'পরিদর্শক উপগ্রহ' বলা হয়। অন্য মহাকাশে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আড়িপাতার কাজেও ব্যবহার হতে পারে 'পরিদর্শক উপগ্রহ'। মহাকাশে রাশিয়ার এ প্রযুক্তির নানা ব্যবহার হতে পারে। একদিকে ত্রুটিযুক্ত মহাকাশযান মেরামতে এ প্রযুক্তি যেমন ব্যবহার হতে পারে। অন্যদিকে একই ভাবে মহাকাশযানকে ধ্বংস বা অচল করে দেওয়ার কাজেও এ প্রযুক্তিকে খাটানো যাবে। অবশ্য রাশিয়ার এ পরীক্ষার পথ ধরে চলতি বছরে কক্ষপথে একই পরীক্ষায় নেমেছে আমেরিকা এবং চিন।

পুলিশ 'আতঙ্ক' নয়, মানুষের 'বন্ধু'

দত্তপুকুর থানা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান রাজ্য সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপের কথা শুরু থেকেই ঘোষণা করেছিলেন। উত্তর চব্বিশ

পরগনার জেলার বারাসত থানা একাধিকবার উঠে আসে সংবাদের শিরোনামে। এজন্য বারাসত থানা এলাকার ব্যাপকতা ও জনসংখ্যাকে দায়ী করে তথ্যাভিজ্ঞমহল। গুরুত্ব বুঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বারাসত থানাকে বিভাজন করে। এই থানা ভেঙে তৈরি হয় তিনটি নতুন থানা। নবগঠিত এই থানাগুলির মধ্যে অন্যতম হল দত্তপুকুর থানা। ২০১৩–র ১ আগস্টে এই থানার জন্ম হয়। নতুন এই থানার আইসি–র দায়িত্বে নিযুক্ত হন সঞ্জয় চক্রবর্তী। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানা থেকে এখানে পোস্টিং হন সঞ্জয়বাবু। দত্তপুকুর থানা গঠনের পর আইসিভিত্তিক এই থানার কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হয় দত্তপুকুর ফাঁড়িতেই। মাত্র ৪জন অফিসার ও ৬ জন কনস্টেবল নিয়ে কাজ শুরু করেন সঞ্জয়বাবু। দশ–বারো দিন কোনও গাড়িও প্রায় ছিল না। শুরু হল থানা খোঁজা। পরের মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে কাশিমপুর অঞ্চলে একটি তিনতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থানা স্থানান্তরিত হয়। এরপর বিভিন্ন ফোর্স ও অফিসাররা জয়েন করেন ২০ সেপ্টেম্বরের পর। এরপর ২০১৩–র পুজোর আগে আইসি ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ থানার পরিকাঠামো প্রায় তৈরি হল, বলা চলে। বিভিন্ন ল' অ্যান্ড অর্ডার সামলাতে সামলাতে ২০১৪–র জানুয়ারি মাসেই শুরু হল লোকসভা নির্বাচনী কার্যক্রম। ১০৫ বর্গ কিমি ও প্রায় পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যা বেষ্টিত এই থানার অধীনে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১টি পঞ্চায়েত সমিতি সহ আছে ৪টি বিধানসভা ও ২টি লোকসভার অংশবিশেষ। এছাড়াও এই থানার উপর দিয়ে গিয়েছে জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এই সড়কগুলি হল ৩৪ ও ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক, টাকি রোড ও বারাসত–বারাকপুর রোড। ফাঁড়ি বর্তমানে একমাত্র কদম্বগাছি। তবে দত্তপুকুর ফাঁড়িকেই কার্যকর রাখার জন্য দত্তপুকুর থানার পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে ৩টি। কদম্বগাছি, দত্তপুকুর হাটখোলা ও নীলগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্প। বর্তমানে গাড়ি রয়েছে ৪টি।

এই স্বল্প সময়ে থানার পরিকাঠামো গঠনের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলাকেও সামাল দিয়ে চলেছেন দক্ষ হাতে বলে জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। সংবাদের শিরোনামে উঠে আসা বামুনগাছির সৌরভ হত্যাকান্ডের ১৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সহ মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেন। এছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের তদন্ত হয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে গাদিয়াড়া থেকে মোট সাত জনের একটি নারী পাচার চক্রকে ধরা হয়। এই সাথে উদ্ধার করা হয় ছয়জন যুবতীকে। খিলকাপুরের নেতাজি পল্লীতে এক গৃহবধূ খুনের মূল এবং একমাত্র অপরাধী তার দেওরকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিউ বারাকপুরে ত্রিকোণ প্রেমে হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়ছে। দত্তপুকুর হাট খোলার ডাকাতি কেসের ৮ জনের পুরোদলকে সমস্ত মাল সমেত ধরা হয়েছে। কুখ্যাত এই ডাকাত দলটি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এই উভয় জেলারই ত্রাস ছিল। এছাড়াও প্রায় সাড়ে তিনশ কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ প্রায় ১৬টি আর্মস উদ্ধার করা হয়েছে। সঞ্জয়বাবু যখন আইসি হয়ে এস থানায় আসেন, তখন এখানে মাত্র একটি আরজি পাটি ছিল, সেটি চরখরায়। ইতিমধ্যে তিনি আরও ৪টি আরজি পার্টি গঠন করেন। সেগুলি হল, বামুনগাছি ব্যবসায়ী সমিতি, কালাচাঁদপাড়া ব্যায়াম সমিতি, আমন্ত্রণ মোড় ও মাইকেল নগরে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জনসংযোগ বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব আরোপ করলেও নতুন থানার পরিকাঠামো গঠনে এই স্বল্পসময়ের একটা বড় অংশই চলে গিয়েছে তবুও ইতিমধ্যে ড্রাগস ও মাদকবিরোধী র‍্যালি সংঘটিত করেছেন। হাওড়ার দাশনগরের ওসি থাকাকালীন ১০০ জোড়া গণবিবাহ দিয়েছেন। যা একপ্রকার রেকর্ড। এছাড়া আর জি পার্টি ও উৎসব সমন্বয় কমিটিকে নিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সহ গণ উপনয়ণ সংঘটিত করেন। হাওড়ার মত দত্তপুকুরেও জনসংযোগবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার ক্ষেত্রে আশাবাদী সঞ্জয়বাবু। তবে সঞ্জয়বাবুর নিয়ন্ত্রণে নতুন এই থানার প্রশাসনিক অভিমুখ যে উর্ধ্বগামী তা একবাক্যে মনে করেন দত্তপুকুর থানা এলাকার সমূহ বাসিন্দা। এছাড়া সঞ্জয়বাবুর কর্মকান্ডের প্রশংসা করেছেন উত্তর চব্বিশ পরগণা চলো পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

এ সপ্তাহের মুখ

নোদাখালি থানা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত নোদাখালি থানার আই সি শান্তিনাথ

পাঁজা পুলিশের তথাকথিত সংজ্ঞাটাই দিন দিন পাল্টে দিচ্ছেন। পুলিশের প্রধান কাজ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে দুষ্কৃতী ও অপরাধীদের আইনানুগ শান্তি দেওয়া। এই কাজে শান্তিনাথ পাঁজা যতটা দক্ষ আবার সমাজসেবা ও সমাজের সুস্থ সচেতনতায় ততটাই মানবিক। পুলিশ মানেই যে আতঙ্কের বিষয় নয়, বরং পুলিশ যে মানুষের 'বন্ধু' এই বার্তা দিতেই নোদাখালি থানার আইসি এক একটা দৃষ্টান্ত গড়ছেন। ২০১৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি নোদাখালি থানার আইসি হিসাবে আসেন। তারপর থেকেই তিনি প্রতিবছর ১৫ আগস্ট বর্ণময় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, অ্যান্টিড্রাগ র‍্যালি, ফুটবল প্রতিযোগিতা করে আসছেন।

থানা সমন্বয় কমিটির প্রতিটি সদস্যকে যথার্থ সম্মান দিয়ে সকলকে নিয়ে শারদ, দীপাবলী, জগদ্ধাত্রী ও মহরম সম্মান দিয়েছেন। নিজে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ডপে ঘুরেছেন। ঈদের দিন মসজিদে মসজিদে ফুল ও ফল পাঠিয়েছেন। ছোট ছোট শিশুদের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়েছেন। এখন থানা সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে যাত্রার রিহার্সাল দিচ্ছেন। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের সাত টাকার সন্তান যাত্রা আগামী ১৮ জানুয়ারি বাওয়ালীর সঞ্চিতা মেলায় মঞ্চস্থ হবে। আই সি এই যাত্রায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন। শান্তিনাথ পাঁজা এর আগেও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, মধ্যমগ্রাম থানাতেও নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাতগাছিয়ার বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ আইসির ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিগত শারদোৎসবের সময় সিডির মাধ্যমে সচেতনতা মূলক প্রচার করে জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠীরও প্রশংসা পেয়েছেন। ওই সিডিটি জেলা পুলিশের পুজা গাইড প্রকাশের দিন দঃ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অশোক দাস প্রকাশ করেন।

আই সি শান্তিনাথ পাঁজার ভূমিকা প্রসঙ্গে ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুলিশের দায়িত্ব সামলেও সমাজ ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মানবিক কাজ যে করা যায় তা নোদাখালির আইসি করে দেখিয়েছেন। তাঁর ভূমিকায় আমি খুশি।

প্রচার বিমুখ নোদাখালী থানার আইসি বলেন, পুলিশ মানেই আতঙ্ক নয়, এটা আমার কাজ দিয়ে বোঝাতে চাই। সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ যদি আমাদের কাছে না আসে, তাহলে আমাদেরই মানুষের কাছে যেতে হবে। তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। আর সমাজের কাছে আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে সে কথা ভুললে চলবে না।

যাত্রী জীবনের ত্র্যহস্পর্শ ছুঁয়ে যায় হৃদয়কে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

(১)

ব্যাগের দোকান

গেল সোমবার আমি আর বিকাশদা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের কাছে একটা ব্যাগের দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম। দোকানী বিকাশদা–র বহু দিনের চেনা। ব্যাগ সারাতে সারাতে নানারকম গল্প হচ্ছে। হঠাৎ দু'জন মহিলা এলেন। দু'জনেরই বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। তাঁরা কয়েকটা ব্যাগ দেখতে চাইলেন। দোকানী অনেকরকমের ব্যাগ দেখালেন। পঞ্চাশ থেকে চারশ টাকা রেঞ্জের। এঁদের মধ্যে যিনি কিনবেন, তিনি প্রতিটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। রুগ্ন কালো চেহারার মহিলা নিজের পুরনো ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে একবার আয়নার সামনে চুলটাও আঁচড়ে নিলেন। কপালের লাল টিপটা ঠিক করলেন। রঙচঙে সিন্থেটিক শাড়িটা শরীরটায় সুন্দর করে জড়ালেন। দেখে মনে হল, বহুদিন বাদে নিজেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ব্যাগের আনন্দে মুখটা তাঁর ঝকঝক করছে। মনটা নেচে উঠল। এদিকে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। ব্যাগ আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর।

আসলে ব্যাগের দাম আর বাজেটে মিলছে না। এর মাঝে অন্য খদ্দেররা এসে ব্যাগ কিনে চলে গেলেন। সেই মহিলারা তখনো চয়েস করতে পারছেন না ব্যাগ। দোকানী মাঝে মাঝেই 'জয়রাধে জয়রাধে' বলছেন। তাঁর সেয়ানা চোখ খদ্দেরদের ওপর। অনেকসময় খদ্দেররা ব্যাগ দেখতে দেখতে হাতসাফাই করে। অবশেষে, একটা ব্যাগ তাঁদের পছন্দ হল। দাম জানতে চাইলেন। দোকানী বললেন, ২৫৫ টাকা। মহিলা অনেকক্ষণ কি ভাবলেন! বললেন, একটু কমাবেন? দোকানী বললেন, ২৫০ টাকা দিন। মহিলা তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে হাত গলিয়ে একটা ছেঁড়া মানিব্যাগ বার করলেন। ওতে কয়েকটা পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট এবং কয়েন। হিসেব করলেন। সবমিলিয়ে দাঁড়াল ৯২ টাকা। সঙ্গী মহিলাকে টাকা বার করতে বললেন। উনি হিসেব করে দেখলেন, একশ টাকা। মোট ১৯২ টাকা। এখনো তো আরো টাকা দরকার! মহিলা বললেন, আর কমানো যায় না? খানিকটা কাতরতা তাঁর গলায়। দোকানী বিমর্ষ হলেন। বললেন, ২৪০ টাকা দিতে হবেই। তাতেও তো ৪৮ টাকা লাগবে। মহিলা পরম মমতায় হাত বুলাচ্ছেন কালো ব্যাগটার গায়ে।

যাওয়া আসার পথে পথে

বুঝলাম, বহুদিনের সাধ খানিকটার জন্য পূরণ হচ্ছে না। বিকাশদা উসখুশ করছেন। বিকাশদা মানে বিকাশ সেন আমার দাদার মতন। আমার সঙ্গে সুখ দু:খের নানা কথা হয়। তাঁর জ্ঞান এবং বোধের গভীরতা অনেক। পাড়ায় পরোপকারে তাঁর বেশ নাম। একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আবার চুপ করে গেলেন। মহিলা ব্যাগটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিকাশদা আর চুপ থাকতে পারলেন না। বললেন, আপনি ওটা নিন। আমি টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাগ হাতে মহিলা থতমত খেলেন। বললেন, 'না, মানে.....।' বিকাশদা বললেন, 'নিন না, ব্যাগটা আপনার কাজে লাগবে।'

(২)

যাত্রী বন্ধু

এক বন্ধুর জন্য দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। দেখলাম, এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করছেন। কোনো বৃদ্ধার ব্যাগটা ধরে লেডিস কামরায় তুলে দিচ্ছেন, কোনো অন্ধের হাত ধরে কামরার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, কোনো বড় ঝুড়ি ভেন্ডারে তুলতে সাহায্য করছেন, কখনোবা কোন ট্রেন কখন আসবে কিংবা কোন প্লাটফর্মে আসতে পারে তা যাত্রীদের জানান দিচ্ছেন। হঠাৎ দেখলাম, একজন মদ্যপের পকেট থেকে অনেকগুলো খুচরো পয়সা প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ল। এক যাত্রী সেই পয়সাগুলো কুড়িয়ে দিতে গেলেন মদ্যপকে। পাশ থেকে কেউ বললেন, 'এখন খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন চুরি হচ্ছে।' যিনি কুড়োতে যাচ্ছিলেন, তিনি থমকে গেলেন। খানিকটা সাবধানী হয়ে গেলেন। কিন্তু সেই প্রৌঢ় কয়েনগুলো তুলে মাতালের হাতে দিলেন। এবার আপ গোবরডাঙা লোকাল স্টেশনে ঢুকল। আমি ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি দিল। আর সেই প্রৌঢ় এক বৃদ্ধ অন্ধকে এনে তুলে দিলেন কামরায়। অন্ধ বললেন,

– নিরঞ্জনদা কখন ফিরবেন?

– দশটার ট্রেনে।

বুঝলাম, অন্ধ এঁকে চেনেন। জানতে চাইলাম,

– ওঁকে চেনেন নাকি?

– নিরঞ্জনদাকে এখানে সবাই চেনে। উনিতো প্রতিদিন এসে যাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এটা করেই তিনি সময় কাটান। অন্ধ বললেন।

(৩)

'তুমি'তেই রাগ

ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে সামালি অটোতে যাচ্ছি। চেকপোস্টের কাছে একজন উঠলেন। পাশের জন তাঁকে বললেন, 'তোমার ব্যাগটা ঠিমতন রাখ।' যিনি বললেন, আর যাঁকে বললেন, দ'ুজনেই মধ্যচল্লিশের।

–'তুমি' বলছ কেন? আমি কি তোমার বন্ধু নাকি? ভদ্রলোক উত্তেজিত হলেন।

অটো ড্রাইভার বললেন, 'কী অন্যায় করেছে ও? ও তো তোমার ভালোর জন্য বলল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা সব অভদ্রতো। এখানে সবাই অচেনা লোককেও তুমি বলে!'

অটোর এক যাত্রী বললেন, 'আমাদের গ্রামে এইসব আপনি টাপনির চল কম। সবাই সবাইকে ভালোবেসে 'তুমি' বলে। এতে আপনি অত রাগ করছেন কেন?' শীতের অন্ধকার ভেদ করে অটোটা দৌড়তে থাকে রসপুঞ্জ পেরিয়ে।

মাঙ্গলিকী

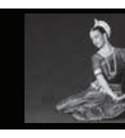

সালকিয়া সাহিত্য সভা

ছোটো থেকেই মেধাবী ছাত্র। ইংরাজিতে অনার্স সহ গ্র্যাজুয়েট হবার পর ইংরাজিতেই মাস্টারস ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ কোর্স করলেন। আরও করলেন কমপিউটারের এদেশে প্রথম যুগেই ডিপ্লোমা। ফলে সুদীর্ঘ জীবন উচ্চ পদাধিকারী কর্মী হিসাবেই দুটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করেন। অন্য দিকে ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যের প্রতি টান। ১৯৫৮ সালেই তাঁর রচিত অসাধারণ ছোটো গল্প 'সন্ধান' তৎকালীন সুপরিচিত 'রেখা ও লেখা' নামক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও লেখালেখি চলতে থাকে।

তবে সুদীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে যখন হলেন সম্পূর্ণ 'বর্ন ফ্রি' তখন শুরু হল সদা সাহিত্য অবগাহন। তাঁর কলম থেকে খাতার পাতায় ফুটে উঠতে লাগল সাহিত্য মঞ্জরী— অজস্র গল্প কবিতা, প্রবন্ধ, যা আজও বজায় আছে। অবশ্যই এসব লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জাতের সেরা পত্রপত্রিকায় অতি সমাদরে সুসাহিত্যিক হিসাবে অল্প দিনেই তাঁর পরিচয় গড়ে উঠতে লাগলো সাহিত্য পিপাসু পাঠকদের কাছে। আর শুধু বাংলায় নয় ইংরাজিতেও প্রকাশিত হতে লাগলো তাঁর উজ্জ্বল কবিতা ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। তাঁর অতি উজ্জ্বল ইংরাজী কবিতার বই হল 'পোয়েসী' বইটি প্রকাশিত হবার আগে। এই বইয়ের জন্য নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে কিছু কবিতা পড়েন। সাহিত্য সহ বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ন। মুগ্ধ হন রণ কবির মনন শীলতায়, একই সাথে ইংরাজীকবিতার বিশেষ ভাষায় কবির ব্যুৎপত্তিতে ফলে রণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বইটির বিরাট প্রশংসা সূচক। এই সাথে প্রশংসার কারণগুলি অতি সুন্দর ব্যাখ্যা সহ এক বিরাট ভূমিকা সহ লিখে দেন। পরে ইংল্যান্ডে ডোভার মাসিক গুণীজনের সভায় 'পোয়েসী' থেকে বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আর ওই সভায় উপস্থিত স্থানীয় ইংরেজ কবি সাহিত্যিকরা ভারতীয় 'কবিকে বিশেষ অভিনন্দন জানান রণ চ্যাটবার্নের মাধ্যমে।

বরিষ্ঠ সাহিত্যিক গোয়েন্দা গল্প লিখতেও দড়। এর সেরা নিদর্শন হল তাঁর লেখা গোয়েন্দা কাহিনীর বই ''রহস্যভেদী সত্য দত্ত''। এক কথায় অসাদারণ। আবার বিভিন্ন রসের ছোট গল্প লেখায় তাঁর কলম কতখানি জোরদার তাঁর সেরা নিদর্শন হল তাঁর বই। 'নির্বাচিত বিচিত্র সংকলন'। হাঁড়ির একটা ভাত টিপে যেমন বলা যায় হাঁড়ির সব ভাতের অবস্থা কেমন,

তেমনি বইটির প্রথম গল্পটি পড়লেই বইটি পুরো পড়া না হলে রেখে দেওয়া যায় না। ওই গল্পটির নাম 'মৃত্যুঞ্জয়ী কামনা'—এক 'শিহরণ জাগানো পরাবাস্তব কাহিনী। আর উপরে যে বহুপ্রতিভামুখী বরিষ্ট সাহিত্যিকদের কথা বলা হল তিনি হলেন সালকিয়া নিবাসী বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের সুপরিচিত নাম বরিষ্ঠ ব্যক্তি গনেশ গুহ।

শ্রী গণেশ গুহ এখন সালকিয়ায় এক আবাসন গৃহে থাকেন। সাথে রয়েছেন সহধর্মিনী, সহমর্মিনী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা পাল। একই কন্যা কাবেরী মুম্বাইয়েতে আছেন স্বামী সৌমেন দত্ত ও তাঁদের কন্যা দেবীস্মিতাকে নিয়ে। কাবেরী দেবী ওখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা। জামাতা এক আর্ন্তজাতিক ওষুধ কোম্পানীর এক ট্রেনিং ম্যানেজার। শ্রীগুহের পৌত্রী দেবীস্মিতা ছোট থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ইংলিশ মিডিয়াম ভারতবর্ষের বিভন্ন শহরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সময়, সব সময়েই থাকে সেবার দলে। অন্যান্য কারিকুলামে ও বিশেষ পারদর্শী।

গণেশ বাবুর আবাসনে মাঝে মাঝে সাহিত্যসভা বসে। এরকমই এক সভা বসেছিল গত ৩০.১১.১৪ তারিখে। আসরের প্রথম পর্বে আবাসনের অবাদ্ধ? রুচিশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা হিন্দী ইংরাজি ছড়া শোনালেন। শোনালো গান আর বাজনার সাথে সাথে মাতিয়ে দিল আসর। যারা অংশ গ্রহণ করল তা৷ হল শিভব ওমা, মনিশ শঙ্কর, শুভম ওকো, দিশা জালালি পিয়া জলসোয়াল প্রমুখ। এদের অসাধারণ পরিবেশনের জন্য সকলকে কিছু উপহার দিলেন শ্রী গণেশ গুহ (উপস্থিত দুই জননীদের!) এরপর বিবিধ রকমের জাদু দেখিয়ে এই সব ছোটদের মুগ্ধ করলেন জাদুকর কবি নাট্যকর্মী আশীষ মুখার্জি (বড়রাও তারিখ করলেন জাদুকরের জাদুর)। শ্রী মুখার্জি পরে শোনালেন স্বরচিত কবিতা। আসরে উপস্থিত আর এক মুখার্জী তথা সুসাহিত্যিক চিরন্তন মুখোপাধ্যায় পাঠ করলেন অসাধারণ তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ। 'পরির্যায়ীদের খবরাখবর'। যাতে জানা গেলো শুধু পাখিরা নয়, বহু প্রজাতির জীবজন্তরাও নিয়মিত একদেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করে। ১ কোটি লক্ষ বছর আগে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটে আফ্রিকায়। তারপর মানুষ হয়ে উঠল 'পরিযায়ী প্রাণী' অসাধারণ লেখা। কবি বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার শোনালেন স্মৃতিমেদুর স্বরচিত কবিতা 'বিকেলের ভাবনা'—মনকে সিক্ত করে তোলে। চোখ বুজলে যার গান মনে হয় হেমন্ত মুখার্জিই গাইছেন, সেই শিল্পী দেবাশীষ মল্লিক শোনালেন হেমন্তর কিছু গানের কলি। এছাড়া শোনালেন স্বরচিত কবিতা 'মানুষ'। বরিষ্ঠ শৌখিন জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার পড়লেন 'শুভ প্রত্যাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত জাদু সম্রাট কে নিয়ে লেকা তার অসাধারণ নিবন্ধটি। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন একটি জাদু। পরে শোনালেন স্বরচিত কবিতা, 'মনে রেখো'। আর গণেশ গুহর দুর্দ্দান্ত ছড়া শুনলেন সবাই আশীষ মুখার্জীর কণ্ঠে, যিনি একজন বাচিক শিল্পীও বটে।

এই আসরের 'জননী' সবাইকে শুধু জলযোগেই আপ্যায়ন করেন না, এই সাথে আসরে বসে সকলের পাঠ মন দিয়ে শোনেন— যা তাঁর সাহিত্য পিপাসু ভিতরের মানুষটিকে সবার সামনে তুলে ধরে—'জননী' অন্নপূর্ণা দেবীকে আসরে যোগদানকারী সকলের তরফে প্রণাম। এদিন তিনিই আসরের দাঁড়ি টানলেন এই কথা বলে, ''এই সাহিত্য সংস্কৃতির আসর আমার খুবই ভাল লাগে।''

২০তম জেলা বইমেলার উদ্বোধন করবেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কুনাল মালিক

জাতি ধর্ম বর্ণ ধনী নির্বিশেষে সকল মানুষকে গ্রন্থপ্রেমী করে তুলতে লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের মানসিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে, সার্বিক শিক্ষায় গণচেতনা জাগ্রত করতে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসারের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের ব্যবস্থাপনায় এবারের মেলার মুখ্য আয়োজক কুলপি পঞ্চায়েত সমিতি।

আর্থিক সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন। এ বছরের বইমেলার আনুমানিক বাজেট–৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। ১৮ ডিসেম্বর আলিপুরে জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দেন।

২২শে ডিসেম্বর, ২০১৪ বিকাল ৩ টায় বইমেলার উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মাননীয় শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বল করবেন শ্রী মন্টুরাম পাখিরা, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুন্দরবন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) সেচ ও জলপথ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উদ্বোধনের প্রাকলগ্নে ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থপ্রেমী সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সূচিত হবে ২০ তম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শ্রী সি এম জাটুয়া ও জনাব গিয়াউদ্দিন মোল্লা, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাননীয় জেলা শাসক শ্রী শান্তনু বসু, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এবং বিশিষ্ট প্রকাশক সুধাংশু দে মহাশয়। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে থাকবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মাননীয় সহকারী সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক দীপক কুমার হালদার, রায়দীঘি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবশ্রী রায়, অলোকেশ প্রসাদ রায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ), দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং কুলপি পশ্চিম সমিতির মাননীয় সভাপতি, নূর আকছান বিবি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ।

কলকাতার বই পাড়ার প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান প্রায় ৬০টি প্রকাশক সংস্থা ছাড়াও এই মেলায় আরো ১০টি মোট ৭০টি স্টল অংশ নেবে, যার মধ্যে সর্বশিক্ষা মিশন, DRDC উদ্যান পালন বিভাগ, ক্ষুদ্র পত্র–পত্রিকার জন্য পৃথক স্টল রাখা থাকছে। শিশু, কিশোর, সদ্য–সাক্ষরদের উপযোগী বই সহ সাহিত্যের নানান সম্ভারে সমৃদ্ধ হবে এই মেলা। মেলায় শিশু, ছাত্র–ছাত্রীসহ সমগ্র জনসাধারণের অবাধ প্রবেশধিকার থাকবে। জেলার সরকার পোষিত ১৫৬টি গ্রন্থাগার এই মেলা থেকে প্রয়োজনীয় বই কিনবে। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও দক্ষিণ বঙ্গ লোক ও আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

মেলার মাঠে মোট পাঁচদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর সুন্দরবন বর্তমান ও ভবিষ্যত, ২৪ ডিসেম্বর নারীর অধিকার এবং নারীর স্বনির্ভরতা, ২৫ ডিসেম্বর দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা, ২৬ ডিসেম্বর আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ ডিসেম্বর গঙ্গা দূষণ সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনারে বক্ত হিসাবে থাকছেন যথাক্রমে ডঃ প্রণবেশ সান্যাল, ডঃ শমিতা সেন, ডঃ চৈতালী দত্ত, শ্রী মধুসূদন চৌধুরী, অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রীতা দত্ত প্রমুখ।

প্রসঙ্গত গত বছরের জেলা বইমেলায় আনুমানিক ১৩ লক্ষ টাকার বেশি বই বিক্রি হয়েছে।

শ্রদ্ধার সকাল

সোম তাপস : সম্প্রতি আলিপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবনপ্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো এক সারস্বর অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকম কলাকৌশল ওই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। কখন নাচ গান আবার কখনও ক্যারাটের মতো আত্মরক্ষার বিভিন্ন আর্ট ক্ষেত্রের কৃতী ও সম্মানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস তৎসহ গুরুজনদের প্রতি সম্মাননা দিবস পালন একথায় সামাজিক সাংস্কৃতিকে এককথায় অন্যমাত্রায় পৌছে দেয়। কারণ শিক্ষায় হয়তো সমাজের মান উন্নয়ন হলেও আমরা এখনও সামাজিক দায়বদ্ধতা ও শ্রদ্ধার কথাটি ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে আলোকপাত করতে সবসময়ে পেরে উঠল। তার কারণ কেমন মাত্র বাবা মায়েরই থাকেনা যে তার দাদু দিদা ঠাকুমা, ঠাকুর্দা সঙ্গে কি রকম আচরণ করা উচিত তাদের সন্তানের সেটা বোঝানোর দায়িত্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের। সেটাই বুঝি আরও একটা বিশেষ দিনে সকলের কাছে সাক্ষ্য হয়ে রইলো। বিদ্যালয়ে সেই সমস্ত গুরুজনের উপস্থিতি ও পংক্তি ভোজনের মাধ্যমে। যদি এই আন্তরিক উদ্যোগটি সফল করার জন্য বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। উষা সাউ–এর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয় কারণ অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজস্ব তদারকিতে সম্পন্ন করেন।

আন্তরিক স্বজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামাজিক দায়বদ্ধতা যাদের ভাবায় তারাই খুঁজে বেড়ায় নতুন কোন দায়বদ্ধতার নিশানা। এমন একটি আত্মবন্ধনের খবর পেল সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় সরশুনা ''স্বজনের''। সতীন যেন উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ওই মঞ্চ থেকে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আসন্ন মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার বিতরণ করা হয়। বহু মানুষের সমাগমে অনুষ্ঠানে 'স্বজনের' সকলের সদস্য সদস্যা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাদের এবার থেকে সকল রকম সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় নিয়ে তারা কয়েকটি উদ্যোগ নিতে তারা এগিয়ে আসছে যাদের নামের স্বার্থকতা মানুষের মধ্যে সাহস যোগাবে বলে মনে করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট মানুষজন।

সাংসদ তৈরির উদ্যোগে সেরা বৈদ্যপাড়া ও সরশুনা

ফারহিন খাতুন : পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় ভারতীয় সংবিধান ও তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল বোরো ভিত্তিক মক ইউথ পার্লামেন্ট, এক্স টেম্পো ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ছাত্র–ছাত্রীদের সংসদীয় গণতন্ত্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসভার সদস্য গড়ে তোলাই সরকারের এই অভিনব প্রয়াস।

বেহালা গার্লস স্কুলে আয়োজিত বোরো ১৩–র উদ্যোগে মক–ইউথ পার্লামেন্ট অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলির মধ্যে প্রথম হয় জগৎপুর রুক্মিনী বিদ্যামন্দির ফর গার্লস। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শর্মিলা গুপ্ত জানান, ''সর্বশিক্ষা মিশন কলকাতা জেলার মধ্যে প্রথম স্থানে অধিকার করায় গত ১১ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষা দিবস উপলক্ষে টাউন হলে আমাদের স্কুলকে দেওয়া হয় শিশু মিত্র পুরস্কার। এ বছর নির্মল স্কুল পুরস্কারও আমরা পাই যা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের উৎসাহিত করেছে জেলাভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য'' এক্সটেম্পোতে প্রথম হয়েছে বৈদ্যপাড়া হাইস্কুল তাদের বিষয় ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ কল্যাণ। ক্যুইজে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম হয় বড়িশা আসর বিদ্যাপীঠ। দ্বিতীয় হয় সোদপুর বালিকা বিদ্যালয়। অ্যাসিসটেন্ট ইন্সপেক্টর দিলীপ কুমার সাহা জানান, ''ছাত্র–ছাত্রীদের আদর্শবান, সৎ ও পরধর্ম সহিষ্ণু, যুক্তিবাদী, শৃঙ্খলা পরায়ণ, ধৈর্য্যশীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় আইন সভার সদস্য তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস।''

বেহালা সরশুনা হাইস্কুলে আয়োজিত বোরো–১১–র উদ্যোগে মক ইউথ পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকারী পাঁচটি স্কুলের মধ্যে প্রথম হয় সরশুনা হাইস্কুল ফর বয়েজ। এক্সটেম্পোতে প্রথম হয়েছে বাসুদেবপুর হাইস্কুল। তাদের বিষয় ছিল সংসদ ও গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক।

ক্যুইজে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম হয় বেহালা হাই স্কুল। দ্বিতীয় হয় ওয়েস্ট বশিক্ষা কমলা বিদ্যামন্দির। অপর এক অ্যাসিসটেন্ট ইন্সপেক্টর রমা দাশগুপ্ত জানান, ''প্রতিযোগিতাগুলি বোরো থেকে জেলা ভিত্তিক ও পরে রাজ্য স্তরে স্থান পাবে।''

অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে এডুকেশন ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই ধরনের অভিনব প্রতিযোগিতা পড়াশোনার পাশাপাশি শৈশব এবং কৈশোরকে আন্দোলিত করতে সাহায্য করে। বেহালা জুড়ে এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে রাজ্যের বুকে সঞ্চালিত হতে পারে। এমনিতে দুর্গাপুজো সম্পাদন করায় বেহালা তথা বরিশা বেশ নাম–ডাক করেছে। এর ওপর এই ধরনের উদ্যোগ সাধুবাদ প্রাপ্তির যোগ্য।

ঝামাপুকুরে সারদামায়ের জন্মোৎসব পালন

হীরালাল চন্দ্র

গত ৭, ১৩ ও ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পদধূলি ধন্য ''ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘ'' মন্দির

প্রাঙ্গণে সম্পাদক প্রতাপ মিত্রের পরিচালনায় এবং সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ধর্মীয় আলোচনা সভা এবং পরমারাধ্যা জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৬২ তম শুভজন্মতিথি মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর, মা ও স্বামীজির জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহরাজা, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডকটর ভূপেন্দ্রনাথ শীল, পার্থসারথি গোস্বামী, জগবন্ধু ভট্টাচার্য এবং দেবপ্রাণা মাতাজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ''সারদা মহিলা শাখার'' সভ্যাবৃন্দ। পরিশেষে অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সিঁথিতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২১ ডিসেম্বর সকালে সেন্টার সিঁথি রোডের জুনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়ে'' (জিমনাস্টিক ক্লাব) একনিষ্ঠ সভ্য প্রয়াত দুলাল চ্যাটার্জীর স্মরণে ''সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের'' উদ্যোগে ''এ্যাসোসিয়েশন অফ্ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্সের'' সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবিরে ২৮ জন রক্ত দেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মালা সাহা, ডাক্তার কল্যাণ ব্যানার্জী, নির্মল গুছাইত, সমীর সাহা, জয়ন্ত মুখার্জী প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বহিন্দু পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী রক্তদান শিবিরে অভূতপূর্ব সাড়া মিলল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সর্বধর্মের এবং সমস্ত জাতির মানুষ এই রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। যেমন কোলকাতার নব–মহাকরণ ভবন বা নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং–এর একতলার ক্যান্টিন হলে যে রক্তদান শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানে স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন মহম্মদ শৌফিক আলি নামে এক ব্যক্তি।

তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্ত দিলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ''মানুষের হয়তো জাত হয়, কিন্তু রক্তের তো কোনো জাত হয় না।'' ''হয়ত দেখা যাবে, প্রয়োজনের সময় আমার রক্তই কোনো হিন্দু কিংবা ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের দেহে প্রদান করা হলো।'' সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক চরম নিদর্শন।

বেহালায় লিগ্যাল এইড্

কল্লোল গুহঠাকুরতা : সম্প্রতি বেহালার শীলপাড়ায় আইনী সহায়তা কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের (লিগাল এইড সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল) নতুন অফিসের উদ্বোধন হল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী অসীম কুমার রায়, প্রাক্তন বিচারপতিদ্বয় শ্রী দিলীপ কুমার বসু এবং শ্রী অরুনাভ বড়ুয়া, আলিপুর কোর্টের প্রাক্তন জেলা জজ শ্রী শান্তিশেখর মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং পশ্চিমবঙ্গ আইনীসহায়তা কেন্দ্রের কার্য্যকরী চেয়ারম্যান গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বেহালার ১৪ নং বোরো কমিটির চেয়ারম্যান মানিকলাল চট্টোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী, শিশু এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা।

বেহালার শীলপাড়ায় ১১ নম্বর নারায়ণ রায় রোডে অবস্থিত এই আইনী সহায়তা কেন্দ্রটি থেকে সব রকমের আইনী সহায়তা পাওয়া যাবে। বর্তমানে দায়িত্ব থাকবে। যোগাযোগের নম্বর ৯৯০৩০৮৯৫৫৪।

আপনারা আলিপুর বার্তা কাগজটি থেকেও এই ধরনের আইনী সহায়তা পেতে পারেন। আপনাদের আইনী সমস্যা সম্বলিত প্রশ্নগুলি সংক্ষেপে লিখে ''আলিপুর বার্তা''র ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। আলিপুর বার্তা–তেই আপনাদের আইনগত সমস্যা সমাধানের জন্য যথোপুযুক্ত পরামর্শ দেবার চেষ্টা করা হবে।

হ্যালো কলকাতা শর্ট ফিল্মস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহাসিক সভাঘর শরৎ বাসভবনে ঘটে গেলো হ্যালো কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিবেদনে ছিলেন বি ভাস্কর (B. Bhaskar) কর্ণধার বেদাঙ্গিনী ফিল্মস (Bedangini) । ১২ টি অসাধারণ শর্ট ফিল্মস বিচার করেন যোগ গুরু চন্দন দাস, অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী, সমাজসেবী দেবকন্যা সেন, পরিচালক চন্দ্রা ব্যানার্জী ও প্রধান বিচারক বি ভাস্কর(নির্দেশক 'শুধু প্রেম' ও 'ভবা পাগলা') উদ্যোক্তা আশিস বসাক এডিটর–ডিরেক্টর, 'হ্যালো কলকাতা' বলেন যে তার আগামী দুটি ছবি 'মেক ওভার' ও 'রেনবো'র কলা কুশলী বাছবেন এই শর্ট ফিল্মস থেকে। বেদাঙ্গিনী ফিল্মস থেকে বিশেষ সম্মান 'বঙ্গ সুর ব্রহ্ম' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশারদ ডঃ অরূপ মিত্রকে। অভিনয়ে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত হন প্রখ্যাত অভিনেত্রী রীনা মিত্র 'রাধারানী টেলি ফিল্মস' শর্ট ফিল্মস জগতে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য পান 'হ্যালো কলকাতা অ্যাওয়ার্ড', বি ভাস্কর বেদাঙ্গিনী ফিল্মস বেশ কিছু গুণী ব্যক্তিদের হাতে হ্যালো কলকাতা অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। ড. দীবাকর চক্রবর্তী, মৃগেন ভৌমিক, সঞ্জয় চৌধুরী, তৃষা , দীনেশ চন্দ্র সরকার, গোপাল বিশ্বাস, আশিস সাঁতরা, মহিবুল আলেম মল্লিক (লব) পেলব রায়, মানস তালুকদার।

লোক ও আদিবাসী উৎসব

কুনাল মালিক, আলিপুর: আগামী ২২–২৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ বঙ্গ লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতি উৎসব ২০১৪ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কুলপি ব্লকের বিবেক ময়দানে জেলা বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে। গত ১৮ ডিসেম্বর আলিপুর জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহযোগিতায় এই উৎসবে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩২ জন লোক শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্যের লোকশিল্পীদের উৎসাহ প্রদান এবং বিভিন্ন আঙ্গিকগুলোকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের জন্য সামগ্রিক ব্যয় হবে ১লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

খেলা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

চাপমুক্ত মহমেডান স্পোর্টিং বাংলার ফুটবলের সেরা বাজি নয়া সালে

শেখ নুর মহম্মদ

সব খেলার সেরা বাঙালির সে ফুটবল। ক্রিকেট, টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন কিংবা ভলিবল হোক আর সাঁতার এখনও বাংলার ক্রীড়া ম্যাপে এক নম্বর খেলা হিসাবে পরিগণিত হয় ফুটবল। বাংলা হল ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। এই লেখা বছরের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে সেই প্রেক্ষিতে তুলে ধরা হচ্ছে যখন ফের দেশের মানচিত্রে বাংলার ফুটবল উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে সসম্মানের সঙ্গে। এ বছর আইএসএল জয়ের মধ্যে দিয়ে সেই সম্ভাবনাই বেড়ে উঠেছে। যদিও কোনও কোনও সমালোচক বলছেন অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতার এই জয় আদতে বাংলার ফুটবলে সেভাবে উপকারে আসবে না। কিন্তু সমালোচকদের সমালোচনা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক ফাইনালে শেষ মুহূর্তে যে সোদপুর নিবাসী ছেলেটির গোলে বাংলা প্রথমবারের জন্য আইএসএল জিতল তিনি কিন্তু নিখাদ বাঙালি। তাই এই জয়কে ইতিবাচক ধরে আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। যদিও এই মুহূর্তে বাংলার ফুটবল তখনই এগোবে যখন গোয়া, কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং দেশের অন্যান্য দলের সঙ্গে সমানে জুঝতে পারবে এখানকার ফুটবলাররা। জাতীয় লিগে ভালো খেলার ওপর যা অনেকটা নির্ভর করছে। এ ব্যাপারে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করছে। বস্তুত এই তিনটি দলই হল বাংলার ফুটবল কৌলিন্যের ধারক বাহক হিসেবে পরিচিত। তিন-তিনবার জাতীয় লিগ জিতলেও বিগত বেশ কয়েক বছর দেশের এই প্রধান ট্রফিটি অধরা রয়েছে সবুজ মেরুন এবং লাল হলুদের কাছে। একইভাবে মহমেডান স্পোর্টিংও জাতীয় লিগে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি কোনও দিনই।

ইতিমধ্যে অবশ্য বাংলার গর্ব এই সাদা-কালো দলটি জাতীয় লিগের মূল পর্বে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে আগামী দিনে বাংলার ঝাণ্ডা তুলে ধরতে বড় অন্য দুটি ক্লাবের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে চায় মহমেডান। এখন এমজে আকবরের মতো পন্ডিত ব্যক্তিত্ব এই ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন। এছাড়া মহমেডানকে মূল স্রোতে টেনে তুলতে সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুলতান আহমেদ এবং বিধায়ক ইকবাল আহমেদের ভূমিকাও কোনও অংশে কম নয়। আগামী বছরের দল ইতিমধ্যেই ছকে নিয়েছে সাদা-কালো শিবির। মহমেডানের আগামী বছরের দলে গোলরক্ষার দায়িত্বে থাকতে চলেছেন অর্ণব দাসশর্মা। এছাড়াও নাসিম আখতার, সাদেক উদ্দিনরাও সহকারী হিসেবে থাকছে। অন্য যে খেলোয়াড়রা মহমেডানে এবার সামিল হতে চলেছেন তাঁরা হলেন, ফুলচাঁদ হেমব্রম, কামরান ফারুক, শুকদেব মুর্মু, মোহন সরকার, সুমিকুমার, মহম্মদ ইরফান খান, গৌর নস্কর, বিজেন্দ্র রায়, সৈকত, ইমরান খান, বিজয় মান্ডি, বসন্ত সিং, জিমোমি, আদেলেজা, ড্যানিয়েল বিদেমি, উগো চুকু, তন্ময় কুন্ডু, থোম্বা সিং, অসীম বিশ্বাস, জয়ব্রত ধর, সন্দীপ সংঘ, ওয়াসিম রাজা প্রমুখ। এখন মহমেডান মাঠে চলছে প্রস্তুতি পর্ব। মাঠ সারাবার এই কাজে ব্রতী হয়েছেন মহমেডানের শীর্ষ কর্তা থেকে সাধারণ সদস্য, সমর্থক সকলেই। দলের সাফল্য কামনায় আজমের শরিফ সহ বিভিন্ন পবিত্র স্থানে চাদর চড়ানো থেকে শুরু করে অনেক মনোবাসনা রাখা হচ্ছে। মাঠ পুরোপুরি ঠিক হওয়ার আগে সাদা-কালো দলটিকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে সক্ষম রাখতে আগামী নতুন বছরে ৫ জানুয়ারি থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামে অনুশীলন পর্ব সারবে মহমেডান।

মহমেডানের প্রস্তুতির পাশাপাশি একইভাবে তৈরি হতে হবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলকেও। আইএসএল জয়ী কলকাতার বিজয় পতাকা এবার তুলে ধরতে হবে সারা দেশ জুড়ে। গোয়ার দলগুলির সামনে গেলে যে ভীতি কাজ করে তাও অবিলম্বে দূর করতে হবে কলকাতাকে। একইভাবে সন্তোষ ট্রফির মতো জাতীয় মর্যাদার টুর্নামেন্টে বাংলাকে পুরোনো গৌরব ফিরে পেতে হবে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে আগে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল দল গড়ার সময় যে উত্তেজনা থাকত তা বাংলার ফুটবলকে রিদ্ধ করেছে। ১৯৮০-র দশকে মহমেডান স্পোর্টিংও সবুজ মেরুন এবং লাল-হলুদের এক ঝাঁক তারকা ফুটবলারকে তুলে নিয়ে দেশের সেরা দল তৈরি করেছিল। এছাড়া দেশের বিভিন্ন ট্রফিতে মোহন-ইস্টের সঙ্গে ভাগ বসিয়েছে মহমেডানও। কিন্তু বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে মহমেডান বাংলার অন্যতম প্রধান দলের সেই ঐতিহ্য অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য নোংরা রাজনীতি এবং কায়েমি স্বার্থকে দায়ী করে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

তাই নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়ানো মহমেডানের সমৃদ্ধি আসলে এ বাংলার ফুটবলকেই মজবুত করবে। তিন প্রধান দলের অন্যতম প্রতিভূ মহমেডান আগামী দিনে দেশের ফুটবল নক্সায় ফের দাগ কাটবে। এমনটাই দাবি করছেন দলের অনেক কট্টর সমর্থকও। যেভাবে দলের অনুশীলন বা দল গঠন পর্ব সারা হয়েছে তাতে এর ছবি রয়েছে। এছাড়া ক্লাবের নতুন সচিব মইনুদ্দিন বিন মকসুদ বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন। দলের মধ্যে একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ ফিরে এসেছে। একটা দিক থেকে অবশ্য মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের থেকে শান্তিতে রয়েছে মহমেডান। সম্প্রতি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে মোহনবাগানের সর্বময় কর্তা সৃঞ্জয় বসুর জেলহাজত হয়েছে। একইভাবে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুও জেলে। দুটি ক্লাবের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিজ করে দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে অনেক খোলা মনে রয়েছে মহমেডান। আর এই পরিবেশে এখন দলকে জাতীয় লিগ পর্বে উন্নীত করা এবং দেশের ফুটবলে তুলে আনাই প্রধান লক্ষ্য।

দাদার হাত ধরে 'সিটি অফ জয়' কলকাতার বিজয় যাত্রা

অর্চিতা বৈদ্য: (ISL) ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, এই ফুটবল লিগ-ট্রফি, আমাদের কাছে একটি উত্তেজনা পূর্ণ খেলা। ঐ খেলার মধ্যে আছে উদ্দাম উৎসাহ অফুরন্ত প্রাণের সঞ্চার, প্রথম (ISL) নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা থাকলেও পরে সবার মধ্যে এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা এসে যায়। বাড়ে কৌতূহল ও উৎসাহ।

এবারের(ISL)-এ মোট নটি দল অংশগ্রহণ করেছিল, এদের মধ্যে কলকাতার টিম ছিল 'অ্যাটলেটিকো কলকাতা' যার কো-ওনারের মধ্যে

আমাদের ক্রিকেট জগৎ এর প্রিয় 'প্রিন্স-অফ কলকাতা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ওই দলের প্রধান কোচ ছিলেন অ্যান্টেনিও লোপেজ হাবাস। যাকে আমরা হাবাস বলেই চিনি বেশি। দুষ্টু লোকেরা আবার গোমড়া মুখো হাবাসও বলতেন আড়ালে-আবডালে। তবে সেই গোমড়ামুখো ব্যক্তির প্রশিক্ষণেই কলকাতা সহ রাজ্যের অগণিত ফুটবলপ্রেমির মুখে হাসি ফুটল। সহকারী কোচ ছিলেন জোর বোনেটো ফিটথে, মিগুয়েল মস্টিলেজ গঞ্জালভেজ। ম্যানেজার ছিলেন প্রাক্তন গোলকিপার রজত ঘোষদস্তিদার।

এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে মুম্বই এর মাঠে নভি মুম্বইয়ের ওয়াইকে পাটিল স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী ম্যাচ ছিল দেশের ফুটবল মক্কা হিসেবে পরিচিত কলকাতায়। এটিকে-র প্রতিপক্ষ ছিল মুম্বই-সিটি এফসি, উত্তেজনা পূর্ণ ওই খেলায় মুম্বই সিটি এফসি এটিকে-র কাছে 0-3 গোলে বিধ্বস্ত হয়। গোলগুলি করেছিলেন ফিকরু,বোরহা ফার্নান্ডেজ এবং আর্নাল। ঘরে বাইরে মোট ম্যাচ মিলে ১৪টি খেলা ছিল। যার মধ্যে ৪টি জয়, ৬টি ড্র, ও ৪টি হার মোট ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ টিম হিসাবে সেমি ফাইনালে যায় এটিকে। সেমিফাইনালে কলকাতার মুখে পড়ে জিকোর প্রশিক্ষণাধীন গোয়া এফসি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথম লেগের এই খেলা গোল শূন্য হিসাবে ড্র হয়। দ্বিতীয় খেলাটি ছিল গোয়ার মাঠে গোয়াকে হারানো কার্যত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেই অসাধ্য কাজ সাধ্যের মধ্যে এনেছিল ১১টি ছুটন্ত ঘোড়া। প্রথম যাদের প্রথম Gominal এবং পরে তিরিশ মিনিট ডিফেনশিভ খেলার সুন্দর নির্দেশনা রেখে ছিল। অবশেষে ট্রাই বেকারে ৪-২ গোলে শেষ হাসি হাসলো দিনটি অফ ডাপ ক্লানটিং। এবার এলো সেই ঐতিহাসিক দিনটি ২০ ডিসেম্বর ২০১৪, অ্যাটলেটিকো দ্য কলকাতা বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স। এই ম্যাচ ঘিরে বঙ্গবাসীদের ছিল অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। শেষ পর্যন্ত ফাইনালের এই মোকাবিলায় কোচ হাবাস সাহসিকতার সঙ্গে সেরা স্ট্রাইকার ফিকরুকে চোটের জন্য বসিয়ে দেন। দলে রাখেননি গার্সিয়ার মতো তারকা ফুটবলারকেও। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে বেশ জমে উঠেছিল ম্যাচটি। উভয় দল বেশ কিছু গোলের সুযোগ গড়ে তুলেছিল। এটিকে যেখানে ওই ম্যাচটিতে রক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল সেখানে কেরালা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলেছিল। এটিকে গোলকিপার এডেল বেটে অবিশ্বাস্যভাবে কয়েকটি গোল বাঁচিয়েছিল। যাইহোক সবাই যখন ভেবে নিয়েছে খেলা অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়াবে ঠিক তখন মাস্টার স্ট্রোক দেন কোচ হাবাস। পরিবর্ত প্লেয়ার হিসেবে মাঠে নেমে সোদপুরের ছেলে মহম্মদ রফিক এর দুরন্ত গোলে এটিকে-র জয় সুনিশ্চিত হয়। কারণ খেলার আর মাত্র তিরিশ সেকেন্ড বাকি ছিল, শেষ বাঁশি যখন বাজলো তখন আইএসএল- এর এক সোনালি অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পড়লো।

এবার সবার মধ্যে খুব উচ্ছ্বাস, আনন্দ, এতো দিনকার সব পরিশ্রম ও সম্ভ্রম সফল হওয়ার আনন্দে সবাই মেতে উঠল প্রথম আইএসএল-এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় প্রথম সিটি অফ জয় কলকাতা টিম এটিকে স্বর্ণাক্ষরে তাদের পাশে লিখে দিল। সত্যি-সত্যিই ভাবতে ভালো লাগে যে আমাদের কলকাতা এই প্রথম আইএসএল-এর চ্যাম্পিয়ন।

শেষে পুরস্কার বিতরণে এসে ''নীতা আম্বানি'' বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই খেলার প্রধান উদ্দেশ্য কী। ওই খেলার হাত ধরে আমরা যাতে আগামী কয়েক বছরের বিশ্বকাপের অংশগ্রহণ করতে পারি তার সূচনা হল ওই খেলার মাধ্যমে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

শহিদ শচীন্দ্রনাথ মিত্র, জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯০৯

১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার জন্যে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। গান্ধিবাদী শচীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের নিমিত্ত শান্তি মিছিল বের করেন। মিছিলে ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জনসেবক মুকুন্দলাল সরকার, জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫

বাংলার বিশিষ্ট জননেতা। বৈপ্লবিক কাজের জন্যে বহুবার কারারুদ্ধ হন। একদা শ্রমিক আন্দোলনে তিনি পুরোধা ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে বহু সংগঠনের কাজ সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে মুকুন্দলাল উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন।

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, মৃত্যু : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বিশিষ্ট বিপ্লবী, সংগঠক ও জননেতা। অতি তরুণ বয়সে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন ও বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯১১ সাল থেকে শুরু করে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য হন।

দেশভক্ত সুরেন্দ্রমোহন সাহা, মৃত্যু : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

কৈশোরে বন্যাদুর্গত আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিপ্লবী পূর্ণ দাসের দলে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের মামলাসংক্রান্ত ডায়েরিটি পুলিশ ইন্সপেক্টর অশ্বিনীবাবুর বাড়ি থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চুরি করে আনেন তিনি। মামলা টেকে না। বিপ্লবীরা খালাস পান। এর পর অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। জীবনে বহুবার কারাবরণ করেছিলেন। দেশভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন।

গোকুলচন্দ্র দাস, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৮

ছাত্রজীবনেই অনুশীলন সমিতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ও বিশেষত দ্বিতীয় ঢাকা ট্রেন ডাকাতিতে যুক্ত থাকবার অভিযোগ ১৯৩২ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন।

কল্পতরু উৎসব

আগামী ১ জানুয়ারি পরমহংস রামকৃষ্ণদেব প্রবর্তিত কল্পতরু দিবস। এই উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। এই বিশেষ দিনে ঠাকুর কল্পতরু রূপে সাধারণ মানুষের যাবতীয় ইচ্ছা -অভিলাষ পূরণ করেছিলেন। এখনও মানুষের বিশ্বাস ওই দিন মন থেকে ঠাকুরের কাছে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়।

ম্যাজিক মোমেন্ট

মনের ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের ক্রিশমাস-এর ছুটির দিনগুলো খুব মজায় কাটুক। আর এই মজাকে দ্বিগুণ করার জন্যে একটা মজার সংখ্যার ম্যাজিক শেখাব। দেখতো ভালো লাগে কিনা।

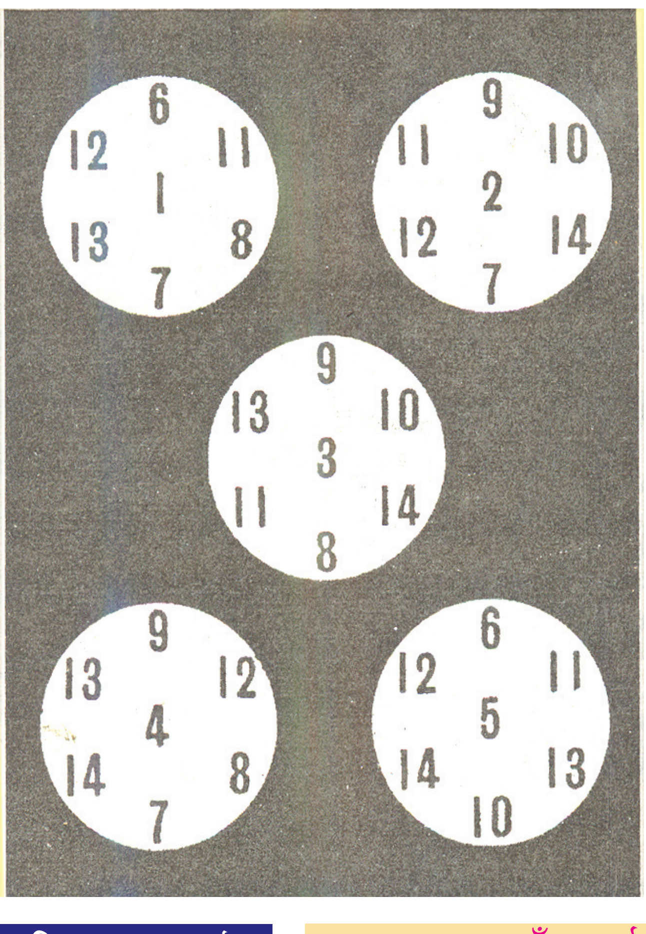

একটা বড়ো মাপের পাতলা, সাদা কার্ড জোগাড় কর। এই কার্ড থেকে ৫টা গোল চাকতি কেটে নাও। এবার প্রতিটা কার্ডে, (ছবিতে যেমন দেখছ), ৭ টা করে সংখ্যা লেখো। কার্ড তৈরি করে এবার তুমি খেলাটা দেখাতে পারো।

খেলাটা দেখাবার সময় কার্ডগুলো দর্শকদের মধ্যে একজনের হাতে দিয়ে তাকে বল, তিনি যেন কার্ডগুলোয় লেখা সংখ্যাগুলোর মধ্যে থেকে যেকোনো একটা সংখ্যা মনে-মনে বেছে নেন। দর্শক এটা করার পর তাঁকে বল প্রত্যেকটা কার্ডে লেখা সংখ্যাগুলো ভালো করে দেখতে, যে কার্ডগুলোয় তার বেছে নেওয়া সংখ্যাটি থাকবে, সেগুলি নিজের কাছে রেখে বাকি কার্ডগুলো তোমাকে ফেরত দিতে।

মনে করা যাক দর্শক তোমাকে দুটি কার্ড ফেরত দিলেন। তুমি এই কার্ডদুটির দিকে তাকিয়ে প্রায় সাথে সাথে বলে দিলে দর্শকের মনে-মনে বেছে নেওয়া সংখ্যাটি কী!

কী করে বলবে? খুব সহজ-দর্শক তোমাকে যে কার্ডগুলো ফেরত দেবেন, সেই কার্ডগুলোয় লেখা মাঝের সংখ্যাগুলো মনে মনে যোগ কর, তারপর এই যোগফলটা মনে মনেই ১৫ থেকে বিয়োগ কর। যে উত্তরটা পাবে, সেটাই হবে দর্শকের বেছে নেওয়া সংখ্যা। মনে করা যাক দর্শক তোমাকে দুটি কার্ড ফেরত দিয়েছেন। এই কার্ড দুটোর ঠিক মাঝখানে যে সংখ্যা দুটি লেখা আছে, সেগুলি হল ৫ ও ১। মনে মনে ৫ ও ১ যোগ করে পেলে ৬। এবার মনে-মনে ১৫ থেকে বাদ দিলে থাকে ৯। অর্থাৎ তুমি জানলে দর্শকের বেছে নেওয়া সংখ্যাটি ৯। সুতরাং দর্শককে বল যে তিন মনে মনে যে সংখ্যাটি বেছে নিয়েছিলেন সেটি হল ৯। দেখবে সবাই কেমন অবাক হয়ে যাবে।

জাদুকরের জীবনের সত্যি ঘটনা

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (জাদুকর)

এক সময়ের বিখ্যাত জাদুকর রাজা বোসের একদিনের ঘটনা শোনাই তোমাদের।

জাদুকর কলকাতার বিডন স্ট্রিটের রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। হঠাৎ এক লম্বা-চওড়া, জটাজুটো ও ভস্ম মাখা, কৌপিনধারী ''সাধু'' সামনে এসে হাজির। কোন কিছু বোঝার আগেই রাজা বোসকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—''বেটা তেরা ভালা হোগা, লে বেটা সিগ্রেট পী লো'', বলেই হাওয়া থেকে সিগারেট বার করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—''বেটা তেরা বরাত বহুত আচ্ছা হ্যায়, তেরা জো খারাপ থা ওভি হাম ঠিক কর দেতা হুঁ।'' বলেই দাড়ি চেপে পাঁচ'ছ ফোটা দুধ বার করে রাস্তায় ফেলে দিলেন।

এইসব দেখে রাজা বোস কোনরকম না ঘাবড়িয়ে একটু খুব অবাক হবার অভিনয় করলে। অভিনয় দেখে ভণ্ড সাধুটা ভাবলো শিকারটা টোপ গিলেছে।

এবার রাজা বোস দেখলেন, তাঁর নিজের কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর সাধুটাকে বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই সাধুজীকে রাজা বোস বললেন—'সত্যি তুমি সাধুবাবা, সিদ্ধ-পুরুষ আছো। তোমার দয়াতে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে।'' বলে নাক থেকে, হাওয়া থেকে, কনুই নেড়ে, জুতোর তলা থেকে, এমনকি সাধুবাবার দাড়ির ডগা থেকেও খুশি মতো টাকা বার করতে আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে একটা টাকা ধরে টেনে দুটো টাকাও বানিয়ে দিচ্ছেন। যেখানেই হাত দেন সেখানেই টাকা, এ যেন টাকার বৃষ্টি!

এইবার সত্যি সত্যি সাধুবাবার ভ্যাবাচ্যাকা খাবার পালা। বাবাজী এবার বুঝতে পেরেছে, ভূতের কাছে মামদোবাজী দেখানোটা ঠিক হয় নি। এবার মানে মানে কেটে পড়াই ভালো।

বাবাজী সত্যি সত্যি একটু হেসে পাশ কাটিয়ে কেটে পড়লো।

রাজা বোস যেমন কাজে যাচ্ছিলেন, তেমনি তিনি চলে গেছেন।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

ছোট্ট বন্ধুরা

তোমাদেরও যদি এমন কোনও গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

স্বত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ᵇ১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ᵇ১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।